বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA)
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (৪র্থ তলা)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।
www.ntrca.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA)

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১

১৪২৮-১৪২৯ বঙ্গাব্দ

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (৪র্থ তলা)

৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।

ওয়েবসাইট: www.ntrca.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১

প্রকাশকাল

মার্চ, ২০২২

প্রধান উপদেষ্টা

জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান

চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)।

উপদেষ্টা

জনাব এ এস এম জাকির হোসেন (যুগ্মসচিব)

সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), এনটিআরসিএ।

জনাব এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন (যুগ্মসচিব)

সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন), এনটিআরসিএ।

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ ওবায়দুর রহমান, সচিব, এনটিআরসিএ	- আহ্বায়ক
প্রফেসর দিলসাদ চৌধুরী, উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	- সদস্য
প্রফেসর দীনা পারভীন, উপপরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন)	- সদস্য
জনাব মোঃ রুহুল কুদ্দুস চৌধুরী, উপপরিচালক (পাঠ্যসূচি প্রণয়ন)	- সদস্য
জনাব ফিরোজ আহমেদ, সহকারী পরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন-১)	- সদস্য
জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (ক্রয় ও সেবা)	- সদস্য
জনাব শারমিন সুলতানা, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	- সদস্য সচিব।

সহযোগিতায়

জনাব মোঃ নূর আলম, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, এনটিআরসিএ।

জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম, প্রকাশনা সহকারী, এনটিআরসিএ।

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন

জনাব মোহাম্মদ এনামুল কবীর, সহকারী প্রোগ্রামার, এনটিআরসিএ।

প্রকাশনায়

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)

রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (৪র্থ তলা)

৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।

ওয়েবসাইট : www.ntrca.gov.bd

ই-মেইল : office@ntrca.gov.bd

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাণী

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুজিব শতবর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল বীর সেনানীদের। জাতির পিতা সুদীর্ঘ সংগ্রাম এবং অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে আমাদেরকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন। আজ তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুশিক্ষিত ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলে বঙ্গবন্ধু ও লাখো শহীদের স্বপ্ন বাস্তবায়নকল্পে আমরা নিরলসভাবে কাজ করছি। একটি সুশিক্ষিত মেধাভিত্তিক ও বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

আমাদের লক্ষ্য হলো জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশ প্রেমে উজ্জীবিত নতুন প্রজন্মকে বৈশ্বিক আবহে গড়ে তোলা, যাতে আগামী প্রজন্ম শুধু শিক্ষিত হয়ে গড়ে উঠবে না তারা জীবনমুখী কার্যকর উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবে। একইসাথে তারা হবে সৎ, নিষ্ঠাবান, নৈতিক মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত, দেশপ্রেমিক ও মনুষ্যবোধে উন্নত মানুষ। আমরা চাই সমগ্র জাতি সোনার বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করুক। এ জন্য প্রয়োজন দক্ষ ও মেধাবী শিক্ষক। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষকদের নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন করছে এবং মেধাতালিকার ভিত্তিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের জন্য নিয়োগ সুপারিশ প্রদান করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এ প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। শিক্ষকদের জাতীয় মেধা তালিকা প্রণয়ন করে ডিজিটাল সফটওয়্যারের মাধ্যমে শূন্যপদের বিপরীতে স্বচ্ছতা ও দুর্নীতিমুক্ত পদ্ধতিতে শিক্ষক নির্বাচন করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী বেকার সমস্যা দূরীকরণে এ প্রতিষ্ঠান ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। মেধার ভিত্তিতে দুর্নীতিমুক্ত ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষক নির্বাচনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অনুযায়ী মানসম্মত শিক্ষা অর্জনেও এ প্রতিষ্ঠান বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। এর দৃশ্যমান প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করছি খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, গ্রামীণ অবকাঠামোসহ আর্থ-সামাজিক সকল ক্ষেত্রে। দেশের জনগোষ্ঠিকে মানবসম্পদে রূপান্তর করতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। এর আলোকে আমরা মেধাবী শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে চাই। এ ক্ষেত্রে এনটিআরসিএ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পর্যায়ের শূন্য পদে নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদানের মাধ্যমে এনটিআরসিএ সেবা প্রত্যাশীদের প্রত্যাশা পূরণের প্রশংসা অর্জন করেছে। এনটিআরসিএ'র সার্বিক কাজের বিবরণ, অর্জিত সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে ধরেছে, তাদের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। ২০২১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সম্পাদনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আগামীতে এনটিআরসিএ তাদের সার্বিক কার্যক্রমের মান অধিকতর উৎকর্ষতায় নিয়ে যাবে এ কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

দীপু মনি

(ডা. দীপু মনি, এম.পি.)

বাণী

উপমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ মাহেন্দ্রক্ষণে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষাকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা ক্ষমতা গ্রহণের পর উদ্যোগ নেন শিক্ষানীতি প্রণয়নের। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ২০১০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে সর্বমহলের মতামতের ভিত্তিতে প্রণীত হয় জাতীয় শিক্ষানীতি।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। তাঁর দূরদর্শী ও আলোকিত নেতৃত্বে আমরা মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে সক্ষম হবো বলে বিশ্বাস করি।

শিক্ষাক্ষেত্রে মানসম্মত মেধাবী শিক্ষক নিয়োগকে প্রাধান্য দেয়ার প্রয়াসে ২০০৫ সালে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) গঠিত হয়। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ মেধা ভিত্তিক শিক্ষক বাছাই ও সুপারিশের কাজ এখন অটোমেশনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করছে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ সুপারিশে এ প্রতিষ্ঠান কার্যকরী ভূমিকা রাখছে।

বিশ্ব এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য দক্ষ মানব সম্পদ প্রয়োজন। দক্ষ মানব সম্পদ গঠনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান বৃদ্ধি করতে হলে মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ অপরিহার্য। এনটিআরসিএ সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা ও দুর্নীতিমুক্ত পদ্ধতিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের এ কার্যক্রমকে তুলে ধরার জন্যই এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে এনটিআরসিএ'র সার্বিক কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি এবং সম্পাদনার সাথে জড়িত সবাইকে এ মহৎ কাজের জন্য সাধুবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

(মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি.)

বাণী

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়নে শিক্ষা খাতের উন্নয়নের কথা প্রথম উপলব্ধি করেছেন। তিনি এ দেশের জন্য একটি আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করার লক্ষ্যে শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের লক্ষ্যে বিগত এক দশকে বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষায় ব্যাপক উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের ‘রোল মডেল’ হিসেবে অনেকের কাছে পরিচিত। এই কৃতিত্বের দাবিদার জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা।

এদেশে মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব শতকরা ৭০ ভাগ শিক্ষার্থী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে লেখাপড়া করে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শিক্ষকগণের শতকরা নব্বই ভাগই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তাই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সাথে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রবেশ পর্যায়ের শূন্য পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদানের মাধ্যমে এনটিআরসিএ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দক্ষ শিক্ষকের অভাব পূরণ করছে।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর ২০২১ সালের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। প্রতিবেদনের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর সামগ্রিক কর্মকান্ড ও প্রাথমিক তথ্যাবলি পাঠকের কাছে উন্মুক্ত হবে, যা পরবর্তীতে বিভিন্ন গবেষণা ও অগ্রগতির কাজে ব্যবহৃত হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

(মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক)

সচিব
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ার জন্য শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা এবং সমাজের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করার কথা বলা হয়েছে। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে শিক্ষার মানোন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। মুজিববর্ষের প্রত্যাশা পূরণে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রের কাতারে বাংলাদেশকে শামিল করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বদ্ধ পরিকর। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে উন্নয়নের রোল মডেলের অংশ হিসেবে যুগোপযোগী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

গুণগত বা মানসম্মত শিক্ষার জন্য আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম, পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক অত্যাবশ্যক। দেশের জনগোষ্ঠীকে জনশক্তিতে অর্থাৎ মানবসম্পদে রূপান্তর করতে হলে সমকালীন বিশ্বের চাহিদা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সার্বিক দিক নির্দেশনায় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার প্রত্যয়ে কাজ করছে।

কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের অধীনস্থ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী প্রার্থীদেরকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী নির্বাচন করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদান করে। সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার সাথে এনটিআরসিএ কর্তৃক নিয়োগ সুপারিশপ্রাপ্ত এ সকল শিক্ষক আগামী প্রজন্মকে সুশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর ২০২১ সালের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বাংলাদেশে চিরজীবী হোক।

(মোঃ কামাল হোসেন)

চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর জাতির পিতার উদ্যোগে প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা আছে। স্বাধীনতার পর পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর উদ্যোগে একটি গণমুখী আধুনিক ও বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য দেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল।

শিক্ষাকে গণমুখী আধুনিক ও বিজ্ঞান ভিত্তিক করতে হলে মানসম্মত শিক্ষা প্রয়োজন। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর চার নম্বর লক্ষ্যে মানসম্মত অংশগ্রহণমূলক ও জীবনমূখী শিক্ষার কথা বলা আছে। মানসম্মত শিক্ষার জন্য প্রয়োজন দক্ষ ও মেধাবী শিক্ষক। দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষক নিয়োগের উদ্দেশ্যে যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়নের জন্য ২০০৫ সালে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০৫ এর মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (Non-Government Teachers' Registration and Certification Authority) (এনটিআরসিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয় যা সারা দেশে এনটিআরসিএ নামে পরিচিত। এটি একটি সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ। যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন, শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়নের জন্য ২০০৬ সালে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়; যা ২০১২ এবং ২০১৫ সালে সংশোধন করা হয়। বিগত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি পরিপত্রের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এন্ট্রি লেভেলের শূন্য পদে মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য এনটিআরসিএ-কে প্রার্থী নির্বাচনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে দেশের সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এন্ট্রি লেভেলের শূন্য পদের চাহিদা নিয়ে সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক নির্বাচন করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা হচ্ছে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য মেধাবী শিক্ষক নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়নের পাশাপাশি এনটিআরসিএ বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ অনুযায়ী বেকার সমস্যা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

এনটিআরসিএ কর্তৃক ২০২১ সালে সম্পাদিত কার্যক্রম সমূহ সর্বসাধারণের নিকট তুলে ধরার জন্য এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে এনটিআরসিএ'র স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।

এ প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

(মোঃ এনামুল কাদের খান)

সচিব (উপসচিব)
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সম্পাদকীয়

মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার অবদান অপরিসীম। একটি দেশ ও জাতির অগ্রগতির মূলে রয়েছে শিক্ষা। ব্যক্তি জীবন তথা সামাজিক জীবনের পাশাপাশি আমাদের জাতীয় জীবনের দৈনন্দিন কাজে কর্মে নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয় বোধ, সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা ও সামাজিক মূল্যবোধকে উজ্জীবিত করার মূল হাতিয়ার শিক্ষা। মানুষ শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত নতুন জ্ঞান, দক্ষতা ও নবতর দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগিয়ে নিজের ও পারিবারিক জীবনকে আরও সুন্দর, অর্থবহ করার পাশাপাশি সমাজ ও দেশের জন্য অবদান রাখতে সক্ষম।

শিক্ষা ব্যবস্থা একটি জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ ও ভবিষ্যত সমাজ গঠনের হাতিয়ার। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা কিংবা স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণকে স্থায়ী করতে বাংলাদেশের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জই হল এর বিপুল তরুণ জনগোষ্ঠীকে মানসম্পন্ন শিক্ষায় প্রস্তুত করে তোলা। এই মানসম্পন্ন শিক্ষার মূল ধারক হল যোগ্য শিক্ষক। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের যাত্রাপথে যে যুগসন্ধিক্ষণে উপনীত, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে বিপুল তারুণ্য অধ্যুষিত এ জনপদে দক্ষ জনশক্তির বিকাশকে নির্বিঘ্ন ও সাবলীল রাখতে ব্যবস্থাপনার সক্ষমতাকে সর্বোত্তম স্তরে পৌঁছে দেয়া সময়ের চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীনে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) ২০০৫ সাল থেকে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রমে অবদান রেখে চলেছে।

দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আদর্শ মানবসম্পদ গড়ে তোলাই ছিল বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শনের মূল বিষয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা একটি মানবিক মৌলিক অধিকার এবং ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার শিক্ষার জন্যই সমান সুযোগ থাকা আবশ্যক। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকীর এই মহালগ্নে এনটিআরসিএ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে, ডিজিটাল পদ্ধতির সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটিয়ে কেবলমাত্র মেধার মূল্যায়নে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদ পূরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের শিক্ষা-প্রগতি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠভাবে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। তিনি দেশকে এগিয়ে নিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন। তাঁর এ সদিচ্ছাকে কাজে লাগাতে হবে- তাঁর মানবিক গুণাবলী বাংলার মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে সহায়ক শক্তি। সূর্যের আলোর মতো শেখ হাসিনা আলো ছড়াচ্ছেন, তাতে দ্যুতিময় হয়ে উঠুক এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা।

২০১৫ সালে বর্তমান সরকার এনটিআরসিএ'কে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পর্যায়ের শিক্ষক নির্বাচনের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করে। সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা বজায় রেখে ডিজিটাল পদ্ধতির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৮০,৭৫৮ জনকে নিয়োগ সুপারিশ করা হয়েছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি., মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি. এবং সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে বেগবান ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সর্বদা পরামর্শ প্রদান করছেন। এ জন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান স্যারের দিকনির্দেশনায় এবং অন্যান্য সহকর্মীদের আন্তরিক সহযোগিতায় এ প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করা সহজসাধ্য হয়েছে। তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই।

(মোঃ ওবায়দুর রহমান)

প্রতিবেদনের কাঠামো

একনজরে এনটিআরসিএ

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

চেয়ারম্যান হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন

ভিশন ও মিশন

প্রধান কার্যাবলি

অতিরিক্ত দায়িত্ব

অধিক্ষেত্র

নির্বাহী বোর্ড

উদ্দেশ্য

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও জনবল

২০২১ সালে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

অনুবিভাগসমূহ

লেখচিত্রের মাধ্যমে কর্মকান্ডের তুলনামূলক বিবরণী

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

স্থিরচিত্রের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম উপস্থাপন

উপসংহার

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১	এক নজরে এনটিআরসিএ ❖ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ❖ অধিক্ষেত্র ❖ চেয়ারম্যান হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন ❖ ভিশন ও মিশন ❖ কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি ❖ কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত দায়িত্ব ❖ তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত কার্যক্রম ❖ কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য ❖ নির্বাহী বোর্ড ❖ জনবল ❖ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও জনবল ❖ অনুবিভাগ সমূহ	১-২১
০২	নিয়োগ সুপারিশ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান	২৩
০৩	নিয়োগ সুপারিশের তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার	২৩
০৪	নিবন্ধন পরীক্ষার ভিত্তি শিক্ষকদের পদসমূহের পর্যায় নিবন্ধন পরীক্ষার স্তর নিবন্ধন পরীক্ষার তথ্য নিবন্ধন পরীক্ষার ক্রম বিকাশ স্কুল পর্যায় (বিষয়সমূহ) স্কুল পর্যায়-২ (বিষয়সমূহ) কলেজ পর্যায় (বিষয়সমূহ)	২৪-২৯
০৫	পরীক্ষার পদ্ধতি	৩০
০৬	১ম-১৬ তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার তথ্য স্মারণী	৩১-৩৩
০৭	২০২১ সালের সনদ সংশোধন, ডুপ্লিকেট সনদ ও নিবন্ধন সনদ যাচাইয়ের সংখ্যা	৩৪-৩৫
০৮	EFT এর মাধ্যমে সম্মানি প্রদান	৩৫

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০৯	এনটিআরসিএ'র যানবাহন সংক্রান্ত	৩৫
১০	২০২০-২০২১ সালের সম্পাদিত কার্যাবলি	৩৬-৩৯
	সিলেবাস হালনাগাদকরণ	
	স্কুল পর্যায়	
	কলেজ পর্যায়	
	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	
	ষোড়শ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা	
	সনদ যাচাই ও সংশোধন	
	আইন, বিধি সংশোধন	
	এনটিআরসিএ'র শূন্য পদে নিয়োগ	
	সেসিপের শূন্য পদে নিয়োগ	
	অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও নিবন্ধন পরীক্ষা সম্পন্নকরণ	
	৩য় নিয়োগ চক্রে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের প্রাথমিক সুপারিশ	
	প্রশিক্ষণ ও ই-নথি কার্যক্রম জোরদারকরণ	
	শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান	
	EFT এর মাধ্যমে বেতন ভাতা প্রদান	
	অভিযোগ প্রতিকার বক্স ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্তকরণ	
	এনটিআরসিএ'র মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম	
১১	বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি	৩৯-৪১
	ছক-ক	
	ছক-খ	
	ছক-গ	
১২	মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন	৪৫
১৩	স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন	৪৬
১৪	বাজেট	৪৯-৫৩

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১৫	শিক্ষক নিয়োগ সুপারিশ ১ম ও ২য় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি	৫৪-৫৫
১৬	নিবন্ধন পরীক্ষায় তুলনামূলক বিবরণী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সুপারিশকরণের তথ্য	৫৬
১৭	এনটিআরসিএ কর্তৃক গৃহীত বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষাসমূহের ফলাফল	৫৭-৫৮
১৮	ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এনটিআরসিএ'র অবদান	৫৮
১৯	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	৫৯-৭০
২০	স্থিরচিত্রের মাধ্যমে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজের উপস্থাপনা	৭১-১৫৫
২১	এনটিআরসিএ সম্পর্কে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রিন্ট/ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রকাশিত রিপোর্ট	১৫৭-১৭০
২২	কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	১৭১
২৩	উপসংহার	১৭১

এনটিআরসিএ'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দানের লক্ষ্যে ২০০৫ সালে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০৫ এর ৩ ধারা বলে এ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ সংক্ষেপে এনটিআরসিএ নামে পরিচিত। ইংরেজিতে এ প্রতিষ্ঠানের নাম Non-Government Teachers' Registration & Certification Authority (NTRCA) এনটিআরসিএ সারা দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শূন্যপদসমূহে শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন এবং নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করে। সম্পূর্ণ অটোমেশন পদ্ধতিতে অনলাইনে প্রার্থীদের আবেদন গ্রহণ করে নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন এবং নিয়োগ সুপারিশের কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়।

আইন অনুযায়ী এটি একটি সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে এ কর্তৃপক্ষের কার্যালয় ঢাকাস্থ রমনা থানার ইস্কাটন গার্ডেন রোডের রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ারে অবস্থিত।

এনটিআরসিএর অধিক্ষেত্র

- বেসরকারি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়;
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়;
- মাধ্যমিক সংযুক্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়;
- উচ্চ মাধ্যমিক;
- স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
- স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সমপর্যায়ের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
- ভোকেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
- টেকনিক্যাল ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্স পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান;
- দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহ এবং
- সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্রভুক্ত হবে।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর চেয়ারম্যান হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন:

ক্রমিক নং	নাম	পদমর্যাদা	কার্যকাল	
			হইতে	পর্যন্ত
১	জনাব মু. আসাহাবুর রহমান	অতিরিক্ত সচিব	২০-০৩-২০০৫	৩১-১২-২০০৫
২	জনাব মোঃ আব্দুল মতিন চৌধুরী	অতিরিক্ত সচিব	২৪-০১-২০০৬	১৭-০৩-২০০৭
৩	জনাব এ.কে.এম.আবদুল আউয়াল মজুমদার	অতিরিক্ত সচিব	২১-০৩-২০০৭	৩০-০৫-২০০৭
৪	জনাব কাজী আখতার উদ্দিন আহমেদ	যুগ্মসচিব	৩১-০৫-২০০৭	৩১-০৫-২০০৯
৫	জনাব কবীর উদ্দীন আহমেদ	যুগ্মসচিব	১-০৬-২০০৯	০৫-০৮-২০১০
৬	জনাব মমতাজ আহমেদ, এনডিসি	যুগ্মসচিব	০৫-০৮-২০১০	১১-০৭-২০১২
৭	জনাব আশীষ কুমার সরকার	অতিরিক্ত সচিব	১১-০৭-২০১২	২৬-০৫-২০১৫
৮	জনাব এ. এম. এম. আজহার	অতিরিক্ত সচিব	২৬-০৫-২০১৫	৩০-০৯-২০১৮
৯	জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ (ভারপ্রাপ্ত)	যুগ্মসচিব	০১-১০-২০১৮	০৮-১০-২০১৮
১০	ড. মোঃ মাহামুদ-উল-হক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	অতিরিক্ত সচিব	০৯-১০-২০১৮	০২-১১-২০১৮
১১	জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ (ভারপ্রাপ্ত)	যুগ্মসচিব	০৩-১১-২০১৮	১৩-১১-২০১৮
১২	জনাব এস এম আশফাক হুসেন	অতিরিক্ত সচিব	১৪-১১-২০১৮	১৮-০২-২০২০
১৩	জনাব মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার (ভারপ্রাপ্ত)	অতিরিক্ত সচিব	১৮-০২-২০২০	২৬-০৭-২০২০
১৪	জনাব মোঃ আকরাম হোসেন	অতিরিক্ত সচিব	২৬-০৭-২০২০	১৭-১২-২০২০
১৫	জনাব মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার (ভারপ্রাপ্ত)	অতিরিক্ত সচিব	১৮-১২-২০২০	২৮-১২-২০২০
১৬	জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন	অতিরিক্ত সচিব	২৯-১২-২০২০	২৪-০৫-২০২১
১৭	জনাব এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন (ভারপ্রাপ্ত)	যুগ্মসচিব	২৫-০৫-২০২১	৩০-০৫-২০২১
১৮	জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান	অতিরিক্ত সচিব	৩১-০৫-২০২১	বর্তমান

ভিশন :

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রতিযোগিতা মূলক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মেধাভিত্তিক শিক্ষক বাছাই নিশ্চিত করণ।

মিশন :

দেশব্যাপী স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত ও কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ, নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের প্রত্যয়নপত্র প্রদান, শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ শেষে সম্মিলিত জাতীয় মেধা তালিকা হালনাগাদ করণ এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ, শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অনলাইনে ই-রিকুইজিশন গ্রহণ এবং প্রাপ্ত শূন্যপদের বিপরীতে অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ করে নিবন্ধন সনদধারী প্রার্থীদের মধ্য হতে এন্ট্রি লেভেলে মেধার ভিত্তিতে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে সেরা প্রার্থীকে শূন্যপদের বিপরীতে নির্বাচন করে যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষক দ্বারা দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন।

কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি

- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক চাহিদা নিরূপণ;
- শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগ প্রদানের যোগ্যতা নির্ধারণ;
- জাতীয়ভাবে শিক্ষকমান নির্ধারণ, যোগ্যতা নিরূপণ এবং এতদসম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নির্বাচনের সুবিধার্থে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন প্রদান;
- শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়নপত্র প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও দ্বি-নকল সনদ প্রদান এবং বিভিন্ন খাতে ফি আদায়;
- শিক্ষকতা পেশার উন্নয়ন এবং গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
- আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার মান যাচাই ও শিক্ষাগত পেশায় অন্তর্ভুক্তি;
- এই আইন বলবৎ হবার পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত এম.পি.ও ভুক্ত বেসরকারি শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মান উন্নয়নের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
- উপর্যুক্ত কার্যাবলি এবং এই আইনের অধীন অন্যান্য বিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক কার্যাবলি সম্পাদন করা;
- বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন এবং
- সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত দায়িত্ব

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/১২/২০১৫ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮. ০০৮.০৫ (অংশ)-১০৮১ সংখ্যক পরিপত্র এর মাধ্যমে এ কর্তৃপক্ষকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে মেধার ভিত্তিতে এন্ট্রি লেভেলে শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করে সুপারিশ প্রদানের দায়িত্ব দেয়া হয়।

- এনটিআরসিএ কর্তৃক গৃহীত বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় এ পর্যন্ত উত্তীর্ণ ৬,৫২,৬৭৭ জন নিবন্ধন সনদধারীদের সমন্বয়ে সম্মিলিত জাতীয় মেধা তালিকা প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সম্মিলিত জাতীয় মেধা তালিকার ভিত্তিতে শূন্য পদ পূরণের সুপারিশকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত কার্যক্রম

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং সঠিক তথ্যে সার্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য সচেতনতা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম নাগরিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এনটিআরসিএ'র হালনাগাদ তথ্যাদি নিয়মিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়া ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদার প্রেক্ষিতে এনটিআরসিএ'র তথ্যাদি প্রদান করা হচ্ছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ ধারা অনুযায়ী মোট ৩০টি আবেদন পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ২৩টি আবেদন পূর্ণাঙ্গ থাকায় তাদেরকে তথ্য সরবরাহ করা হয়। অপরদিকে অবশিষ্ট ০৮টি আবেদনে ফিস না থাকায় এবং অপূর্ণাঙ্গ হওয়ায় তাদেরকে তথ্য দেয়া সম্ভব হয়নি। বিষয়টি আবেদনকারীগণকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সে হিসেবে গত অর্থবছরে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য

- শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ প্রদান;
- বিধি দ্বারা নির্ধারিত প্রতিযোগিতামূলক নিবন্ধন পরীক্ষা অনুষ্ঠান এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন সনদ প্রদান;
- সম্মিলিত জাতীয় মেধা তালিকার ভিত্তিতে নিবন্ধিত ও প্রত্যয়নকৃত শিক্ষক-প্রার্থীগণের তালিকা/পুল প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য মেধার ভিত্তিতে সুপারিশকরণ;
- এনটিআরসিএ আইন বলবৎ হওয়ার পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের মান উন্নয়ন ও নিবন্ধন প্রদান;
- শিক্ষক মান উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মানসম্পন্ন ও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত শিক্ষকমান (Teachers' Standard) নির্ধারণ এবং
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের উদ্দেশ্যে মেধার ভিত্তিতে সুপারিশ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মানের সার্বিক উৎকর্ষ সাধনে কার্যকর ভূমিকা রাখা।

নির্বাহী বোর্ড

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ এর ৬ ধারায় নির্বাহী বোর্ড গঠনের বিধান বর্ণিত রয়েছে। বিধান অনুসারে ৮ (আট) জন পদাধিকার সদস্য এবং ৪ (চার) জন মনোনীত সদস্যের সমন্বয়ে ১২ (বার) সদস্যের নির্বাহী বোর্ড গঠনের বিধান বিধৃত রয়েছে। যা নিম্নরূপ:

১.	চেয়ারম্যান, এনটিআরসিএ (পদাধিকারবলে)	- চেয়ারম্যান
২.	সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), এনটিআরসিএ, (পদাধিকারবলে)	- সদস্য
৩.	সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন), এনটিআরসিএ, (পদাধিকারবলে)	- সদস্য
৪.	সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান), এনটিআরসিএ, (পদাধিকারবলে)	- সদস্য
৫.	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (পদাধিকারবলে)	- সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (পদাধিকারবলে)	- সদস্য
৭.	মহাপরিচালক, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর (পদাধিকারবলে)	- সদস্য
৮.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (পদাধিকারবলে)	- সদস্য
৯.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপ-সচিব পদমর্যাদার নীচে নয়)	- সদস্য
১০.	অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (উপ-সচিব পদমর্যাদার নীচে নয়)	- সদস্য
১১.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের একজন অধ্যাপক (ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১২.	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের একজন অধ্যাপক (ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য

জনবল :

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৯/০১/২০০৭ তারিখের শিম/শাঃ/১০/১৪(বেশিনিক জনবল) ০৯/২০০৫/৭৯ নং পত্র মূলে এনটিআরসিএ'র জন্য অস্থায়ীভাবে ৮৩ টি পদ সৃজনের সম্মতি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৮ জানুয়ারি, ২০15 তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭১.১৪.০০৯.০৫(অংশ)-৫৩ সংখ্যক স্মারকমূলে এনটিআরসিএ'র ৮৩টি পদের মধ্যে ৬৫টি পদ মঞ্জুর করা হয়। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৯ এর আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত ৬৫টি পদ এবং জনপ্রশাসন/শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদিত প্রেষণে নিয়োগযোগ্য ০৪টি পদসহ (চেয়ারম্যান, ০৩ জন সদস্য) ৬৯টি পদ রয়েছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ প্রতিষ্ঠান ৩টি অনুবিভাগের মাধ্যমে তার অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করছে। প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান অনুবিভাগ এবং পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন অনুবিভাগ শিরোনামে তিনটি অনুবিভাগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে থাকে। প্রতিটি অনুবিভাগ একজন সদস্য, একজন পরিচালক/সচিব, দুই বা ততোধিক উপপরিচালক এবং একাধিক সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে পরিচালিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত চেয়ারম্যান, সদস্য এবং পরিচালকের পদগুলো প্রেষণে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার সদস্য এবং উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালকের অধিকাংশ পদে বিসিএস

(সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তারা দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সহকারী পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা) পদটিতে প্রেষণে অডিট এন্ড অ্যাকাউন্টস বিভাগের একজন কর্মকর্তা কাজ করে থাকেন। ৪ জন সহকারী পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এ প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী জনবলের অন্তর্ভুক্ত। স্থায়ী জনবলের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, ছুটি, স্থায়ীকরণ, শৃঙ্খলা ও আচরণ, অবসর গ্রহণ, চাকুরি অবসান ও অব্যাহতি ইত্যাদি বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৯ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বর্তমান জনবল

পদের নাম	পদের বিবরণ	বর্তমান জনবল
চেয়ারম্যান	সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব পদপর্যাদাসম্পন্ন একজন কর্মকর্তা/ বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি কলেজের একজন প্রথিতযশা এবং প্রবীণ অধ্যাপক (প্রেষণে)	অতিরিক্ত সচিব ০১ (এক) জন প্রেষণে
সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)	সরকারের একজন যুগ্মসচিব (প্রেষণে)	যুগ্মসচিব ০১ (এক) জন প্রেষণে
সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন)	সরকারের একজন যুগ্মসচিব (প্রেষণে)	যুগ্মসচিব ০১ (এক) জন প্রেষণে
সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান)	সরকারের একজন যুগ্মসচিব (প্রেষণে)	শূন্য
সচিব	সরাসরি নিয়োগ/সরকারের উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা (প্রেষণে)	উপসচিব ০১ (এক) জন প্রেষণে
পরিচালক	পদোন্নতির মাধ্যমে/সরকারের উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা (প্রেষণে)	উপসচিব ০২ (দুই) জন প্রেষণে
সিস্টেম এনালিস্ট	০১ (এক) জন (সরাসরি নিয়োগ)	শূন্য
উপপরিচালক	সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা ০২ (দুই) জন (প্রেষণে), সহকারী পরিচালক থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে ০২ (দুই) জন	০২ (দুই) জন অধ্যাপক, ০২ (দুই) জন সহযোগী অধ্যাপকসহ মোট ০৪ (চার) জন প্রেষণে
সহকারী পরিচালক	০৮ (আট) জন (সরাসরি নিয়োগ)	০১ (এক) জন সহযোগী অধ্যাপক, ০২ (দুই) জন সহকারী অধ্যাপক এবং অডিট এন্ড অ্যাকাউন্টস বিভাগের ০১ (এক) জন কর্মকর্তাসহ মোট ০৪ (চার) জন প্রেষণে। সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ০৪ (চার) জন কর্মকর্তা কর্মরত।
সহকারী প্রোগ্রামার	০১ (এক) জন (সরাসরি নিয়োগ)	শূন্য

পদের নাম	পদের বিবরণ	বর্তমান জনবল
পি.এ	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০৪ (চার) জন	০৪ (চার) জন
কম্পিউটার অপারেটর	সরাসরি নিয়োগ ০২ (তিন) জন	০২ (দুই) জন
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	সরাসরি নিয়োগ ০৬ (ছয়) জন	০৫ (পাঁচ) জন
হিসাবরক্ষক	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	০১ (এক) জন
অডিটর	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	০১ (এক) জন
ক্যাশিয়ার	সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	০১ (এক) জন
অফিস সুপারিন্টেনডেন্ট	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	০১ (এক) জন
অফিস সহাকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	সরাসরি নিয়োগ ০৮ (আট) জন	০৮ (আট) জন
স্টোর কিপার	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	০১ (এক) জন
প্রকাশনা সহকারী	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	০১ (এক) জন
ফটোকপি মেশিন অপারেটর	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	০১ (এক) জন
রিসিপশনিস্ট	সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	০১ (এক) জন
ড্রাইভার	সরাসরি নিয়োগ ০৪ (চার) জন	০৪ (চার) জন
ডেসপাচ রাইডার	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০২ (দুই) জন	০২ (দুই) জন
অফিস সহায়ক	সরাসরি নিয়োগ ০৮ (আট) জন	০৬ (ছয়) জন
নিরাপত্তা প্রহরী	চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ০৩ (তিন)	০৩ (তিন) জন
মালী	চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ০১ (এক)	০১ (এক) জন
পরিচ্ছন্নতা কর্মী	চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ০২ (দুই) জন	০২ (দুই) জন
মোট জনবল	**৬৯ (উনসত্তর) জন**	নিয়োজিত জনবল ৬১ (একষট্টি) জন (এছাড়াও ০১ (এক) জন সহযোগী অধ্যাপক উপপরিচালক পর্যায়ে, ০১ (এক) জন সহকারী অধ্যাপক এবং ০১ (এক) জন প্রভাষক সহকারী পরিচালক পর্যায়ে সংযুক্ত হিসেবে কর্মরত আছেন। এছাড়াও সহকারী প্রোগ্রামার হিসেবে ০১ (এক) জন কর্মকর্তা সংযুক্ত রয়েছেন। গাড়িচালক হিসেবে ০৩ (তিন) জন এবং অফিস সহায়ক হিসেবে ০১ (এক) জন দৈনিক হাজিরাভিত্তিক হিসেবে কর্মরত আছেন)।

প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ

চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগের তথ্য

কর্মরত কর্মকর্তা :

সদস্য ০১ জন

সচিব ০১ জন

উপপরিচালক ০২ জন

সহকারী পরিচালক ০৫ জন

সহকারী প্রোগ্রামার ০১ জন

প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগের কাজ:

- প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব;
- কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ সহ সরকারি আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণ করে ক্রয় কার্য সম্পাদন।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংস্থাপন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন;
- এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের Skill Development-এর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা;
- সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথি ব্যবস্থাপনা;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে আরোপিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন;
- নির্বাহী বোর্ড সভা, সমন্বয় সভা ও অন্যান্য সভা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন;
- বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন।

শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান অনুবিভাগ

চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান অনুবিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান অনুবিভাগ

কর্মরত কর্মকর্তা:

সদস্য ০১ জন

পরিচালক ০১ জন

উপপরিচালক ০২ জন

সহকারী পরিচালক ০২ জন

শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান অনুবিভাগের কাজ:

- শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার পাঠ্যসূচির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/পরিমার্জন/ সংশোধন/পরিবর্ধন ও নতুন পাঠ্যসূচি প্রণয়ন (যদি প্রয়োজন হয়) ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কর্তৃপক্ষের আইন ও পরীক্ষা বিধিমালা সংশোধন/পরিবর্তন/সংযোজন এর প্রয়োজন হলে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগ সুপারিশকরণ;
- নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষেত্রে আইনগত/বিধিগত জটিলতা দেখা দিলে সে বিষয়ে মতামত প্রদান;
- সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথি ব্যবস্থাপনা;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব পালন।

পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন অনুবিভাগ

চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন অনুবিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন অধিশাখা

কর্মরত কর্মকর্তা:

সদস্য ০১

পরিচালক ০১ জন

উপপরিচালক ০১ জন

সহকারী পরিচালক ০৩ জন

পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন অনুবিভাগের কাজ:

- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, পরীক্ষা বিজ্ঞপ্তি প্রদান, অনলাইনে দরখাস্ত গ্রহণ এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন;
- পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নে Question Setter, Moderator নিয়োগের ব্যবস্থাকরণ এবং সরকারি নিরাপত্তা মুদ্রণালয় থেকে প্রশ্নপত্র মুদ্রণের ব্যবস্থাকরণ;
- ট্রাংক বিবরণী অনুযায়ী প্রশ্নপত্র ভেন্যুওয়ারী ট্রাংকজাতকরণ ও কেন্দ্রে প্রেরণে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পরীক্ষার কাজে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সামগ্রী (এমসিকিউ ফরম, উত্তরপত্র, কাগজপত্র, মনোহারী দ্রব্য ইত্যাদি) চাহিদা যথাসময়ে প্রশাসন শাখাকে অবহিতকরণ;
- উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত কাজ;
- সার্টিফিকেট মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথি ব্যবস্থাপনা;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব পালন।

বার্ষিক প্রতিবেদন কমিটি

চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে বার্ষিক প্রতিবেদন কমিটির সদস্যবৃন্দ

চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে যানবাহন এবং হিসাব ও নিরীক্ষা শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান অনুবিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য তথ্যভিত্তিক নিয়োগ সুপারিশ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি	সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা
১.	১ম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি-২০১৬	১৩,৬৬৭ জন
২.	২য় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি-২০১৯	৩১,৬৬৫ জন
৩.	৩য় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি-২০২১	৩৪,১৮৯ জন
৪.	সেসিপ ১ম পর্যায়-২০২০	৬৭৬ জন
৫.	সেসিপ ২য় পর্যায়-২০২১	৪৭১ জন
	সর্বমোট	৮০,৬৬৮ জন

নিয়োগ সুপারিশে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

- সমগ্র বাংলাদেশের বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এনটিআরসিএ-তে অনলাইনে ই-রেজিস্ট্রেশন করে থাকে।
- এনটিআরসিএ শিক্ষক নিয়োগের জন্য শূন্য পদের চাহিদা প্রদানের ক্ষেত্রে অনলাইনে ই-রিকুইজিশন সংগ্রহ করে থাকে।
- প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ বিষয়ভিত্তিক শূন্য পদের ভিত্তিতে অনলাইনে ই-রিকুইজিশন দিয়ে থাকে।
- প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের বিষয়ভিত্তিক শূন্য পদের ভিত্তিতে অনলাইনে ই-রিকুইজিশন প্রাপ্তির পর ওয়েবসাইটে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শূন্যপদ প্রকাশ করা হয়ে থাকে।
- প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদের ভিত্তিতে অনলাইনে নিয়োগ প্রত্যাশী প্রার্থীদের নিকট থেকে ই-এপ্লিকেশেন গ্রহণ করে থাকে।
- প্রাপ্ত শূন্য তালিকায় অনলাইনে গৃহীত ই-আবেদনসমূহ টেলিটকের সফটওয়ারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক মেধা ও চয়েসের উপর ভিত্তি করে প্রার্থী নির্বাচন করা হয়ে থাকে।
- নির্বাচিত প্রার্থীকে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নিয়োগ সুপারিশ সংক্রান্ত এসএমএস প্রেরণ করা হয়।
- এনটিআরসিএ'র ওয়েবসাইটে নির্বাচিত প্রার্থীদের সুপারিশপত্র আপলোড করা হয়। প্রার্থী এবং প্রতিষ্ঠানপ্রধান তাদের আইডি/পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সুপারিশপত্র ডাউনলোড করতে পারেন।

প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ প্রার্থীদের যোগদান সংক্রান্ত তথ্যাদি অনলাইনে এনটিআরসিএ-কে অবহিত করেন।

নিবন্ধন পরীক্ষার ভিত্তি

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ এর ১০(২) উপবিধি অনুযায়ী - কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত ও প্রত্যয়নকৃত না হলে কোন ব্যক্তি কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন, পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৫) অনুযায়ী শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

শিক্ষকের পদসমূহের পর্যায়

স্কুল পর্যায় (স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি)

সহকারী শিক্ষক, শরীরচর্চা শিক্ষক, সহকারী মৌলভি।

স্কুল পর্যায় -২ (কারিগরি ও মাদ্রাসা)

ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর, জুনিয়র মৌলভি, জুনিয়র শিক্ষক ও এবতেদায়ি ক্বারি।

কলেজ পর্যায় (কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি)

প্রভাষক/ইনস্ট্রাক্টর (টেক)/ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক)/প্রদর্শক।

নিবন্ধন পরীক্ষার স্তর

প্রিলিমিনারি পরীক্ষা

Optical Mark Readable Litho Code যুক্ত OMR ফরমে ১০০ নম্বরের MCQ type পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। স্ক্যানিং মেশিনে মূল্যায়ন করা হয়।

লিখিত পরীক্ষা

প্রার্থীদের আবেদনকৃত পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। প্রধানত ঢাকা ভিত্তিক স্বনামধন্য সরকারি কলেজসমূহের অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ দ্বারা উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়।

মৌখিক পরীক্ষা

২০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ শেষে মেধাভিত্তিক চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

নিবন্ধন পরীক্ষার তথ্য

- প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ১০০ নম্বর (বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত ও সাধারণ জ্ঞান)।
- লিখিত পরীক্ষা (ঐচ্ছিক বিষয়)-১০০ নম্বর (জনবল কাঠামো অনুযায়ী প্রতি পদের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ)।
- প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ন্যূনতম পাশের নম্বর শতকরা ৪০ (চল্লিশ)।

- কর্তৃপক্ষ, এলাকা, বিষয় ও পদ-ভিত্তিক নিরূপিত শিক্ষকের শূন্য পদের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ঐচ্ছিক বিষয়ে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা নির্ধারণ করবে।
- লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের বিষয়-ভিত্তিক মেধাক্রম অনুসারে ফলাফলের তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়।
- কোন প্রার্থী লিখিত এবং মৌখিক-উভয় ক্ষেত্রে পৃথকভাবে অন্যূন শতকরা ৪০ (চল্লিশ) নম্বর না পেলে তিনি কোন মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য যোগ্য হবেন না।
- দেশের ২৪টি জেলায় প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- ৮টি বিভাগীয় শহরে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- NTRCA কার্যালয়ে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- জেলা প্রশাসক পরীক্ষা কমিটির সভাপতি।
- জেলা শিক্ষা আফিসার পরীক্ষা কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- ২০০৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১ম থেকে ১৬শ' শিরোনামে ১৬টি ও একটি বিশেষসহ মোট ১৭টি নিবন্ধন পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।
- এ পর্যন্ত বিভিন্ন পদে মোট ৬,৫২,৬৭৭ জন প্রার্থীকে নিবন্ধন ও সনদ প্রদান করা হয়েছে।
- উত্তীর্ণ প্রার্থীদের বারকোড সম্বলিত সনদ প্রদান।
- নিবন্ধন সনদের মেয়াদ:
    - প্রথমে ছিল ৫ বছর, পরবর্তীতে মেয়াদ তুলে দেয়া হয়।
    - পুনরায় মেয়াদ ৩ বছর করা হয়।
    - মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে পুনরায় মেয়াদ তুলে দেয়া হয় যা বর্তমানে বহাল আছে।
- সর্বশেষ এমপিও নীতিমালা - শিক্ষক পদে নিয়োগের সর্বোচ্চ বয়স ৩৫ বছর।

নিবন্ধন পরীক্ষার ক্রম বিকাশ

- ১ম পরীক্ষা ২০০৫- ৫ম পরীক্ষা ২০০৯ পর্যন্ত ১০০ নম্বরের আবশ্যিক বিষয়ে ৩ ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষা ও ১০০ নম্বরের ঐচ্ছিক বিষয়ে ৩ ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠান।
- ৬ষ্ঠ পরীক্ষা ২০১০ থেকে একাদশ পরীক্ষা ২০১৪ পর্যন্ত আবশ্যিক বিষয়ে MCQ চালু এবং আবশ্যিক বিষয় ১ ঘণ্টা ও ঐচ্ছিক বিষয়ে ৩ ঘণ্টা মোট ৪ ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষা।
- দ্বাদশ পরীক্ষা ২০১৫ থেকে ১ম ধাপে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা এবং প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ১০০ নম্বরের ঐচ্ছিক বিষয় লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
- ত্রয়োদশ ২০১৬ থেকে উপর্যুক্ত ২ ধাপের সাথে মৌখিক পরীক্ষা সংযুক্ত হয়েছে।

নিবন্ধন পরীক্ষার বিষয়ের নাম ও তালিকা

স্কুল পর্যায়

	বিষয়	বিষয় কোড
ক. Subject for Preliminary Test		৩০০
i	বাংলা (Bengali)	
ii	ইংরেজি (English)	
iii	সাধারণ গণিত (General Mathematics)	
iv	সাধারণ জ্ঞান (General Knowledge)	
খ. Subject for Written Examination		
১.	বাংলা (Bengali)	৩০১
২.	ইংরেজি (English)	৩০২
৩.	অর্থনীতি (Economics)	৩০৩
৪.	রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science)	৩০৪
৫.	ইতিহাস (History)	৩০৫
৬.	ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (Islamic History & Culture)	৩০৬
৭.	সমাজবিজ্ঞান (Sociology)	৩০৭
৮.	সমাজকল্যাণ/সমাজকর্ম (Social Welfare/Social Work)	৩০৮
৯.	ভূগোল এবং পরিবেশ বিজ্ঞান (Geography & Environmental Science)	৩০৯
১০.	গার্হস্থ্য অর্থনীতি (Home Economics)	৩১০
১১.	ব্যবসায় শিক্ষা (হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় পরিচিতি, অর্থায়ন ও বাজারজাতকরণ, ব্যবসায় উদ্যোগ ও বাণিজ্যিক ভূগোল) Business Studies	৩১১
১২.	কৃষি শিক্ষা (Agriculture)	৩১২
১৩.	কম্পিউটার শিক্ষা (Computer Education)	৩১৩
১৪.	ইসলাম শিক্ষা (Islamic Studies)	৩১৪
১৫.	হিন্দু ধর্ম শিক্ষা (Hindu Religion)	৩১৫
১৬.	বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা (Buddist Religion)	৩১৬
১৭.	খ্রিষ্টধর্ম (Christian Religion)	৩১৭
১৮.	শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া (Physical Education & Sports)	৩১৮
১৯.	পদার্থ বিজ্ঞান (Physics)	৩১৯
২০.	রসায়ন (Chemistry)	৩২০
২১.	গণিত (Mathematics)	৩২১
২২.	প্রাণিবিদ্যা (Zoology)	৩২২
২৩.	উদ্ভিদবিজ্ঞান (Botany)	৩২৩
২৪.	চারু ও কারুকলা (Arts and Crafts)	৩২৪
২৫.	কম্পিউটার বিজ্ঞান (Computer Science)	৩২৫
২৬.	গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান (Library and Information Science)	৩২৬

নিবন্ধন পরীক্ষার বিষয়ের নাম ও তালিকা

স্কুল পর্যায়-২

	বিষয়	বিষয় কোড
ক. Subject for Preliminary Test:		২০০
i	বাংলা (Bengali)	
ii	ইংরেজি (English)	
iii	সাধারণ গণিত (General Mathematics)	
iv	সাধারণ জ্ঞান (General Knowledge)	
খ. Subject for Written Examination:		
১.	ভাষা-Language (Bengali & English)	২০১
২.	কুরআন ও তাজবীদ/ফিক্‌হ ও আরবি (Quran & Tajbid/Fhikah & Arabic)	২০২
৩.	এগ্রোবেসড্ ফুড (Agro Based Food)	২০৩
৪.	ফিস কালচার এন্ড ব্রিডিং/শ্রিম্প কালচার এন্ড ব্রিডিং (Fish Culture & Breeding/ Shrimp Culture & Breeding)	২০৪
৫.	পোল্ট্রি রিয়ারিং এন্ড ফার্মিং (Poultry Rearing & Farming)	২০৫
৬.	ফ্লাওয়ার, ফ্রুট এন্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন (Flower, Fruit & Vegetable Cultivation)	২০৬
৭.	ফুড প্রসেসিং এন্ড প্রিজার্ভেশন (Food Processing & Preservation)	২০৭
৮.	জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস/ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কস (General Electrical Works/Electrical Maintenance Works)	২০৮
৯.	জেনারেল ইলেকট্রনিক্স (General Electronics)	২০৯
১০.	অটোমোটিভ (Automotive)	২১০
১১.	ফার্ম মেশিনারি (Farm Machinery)	২১১
১২.	রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং (Refrigeration & Air-conditioning)	২১২
১৩.	বিল্ডিং মেইনটেন্যান্স/সিভিল কন্সট্রাকশন (Building Maintenance/Civil Construction)	২১৩
১৪.	কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি (Computer & Information Technology)	২১৪
১৫.	জেনারেল মেকানিক্স (General Mechanics)	২১৫
১৬.	ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন (Welding & Fabrication)	২১৬
১৭.	ড্রেস মেকিং (Dress Making)	২১৭
১৮.	সিভিল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড (Civil Drafting with CAD)	২১৮
১৯.	মেকানিক্যাল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড (Mechanical Drafting with CAD)	২১৯
২০.	লাইভস্টক রিয়ারিং এন্ড ফার্মিং (Livestock Rearing and Farming)	২২০
২১.	পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক (Patient Care Technique)	২২১
২২.	প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিং (Plumbing and Pipe Fitting)	২২২
২৩.	আর্কিটেকচারাল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড (Architectural Drafting with CAD)	২২৩
২৪.	কুরআন ও তাজবীদ/ফিক্‌হ ও আরবি (Quran & Tajbid/Fhikah & Arabic)	২২৪

নিবন্ধন পরীক্ষার বিষয়ের নাম ও তালিকা

কলেজ পর্যায়

	বিষয়	বিষয় কোড
ক. Subject for Preliminary Test:		৪০০
i	বাংলা (Bengali)	
ii	ইংরেজি (English)	
iii	সাধারণ গণিত (General Mathematics)	
iv	সাধারণ জ্ঞান (General Knowledge)	
খ. Subject for Written Examination:		
১.	বাংলা (Bengali)	৪০১
২.	ইংরেজি (English)	৪০২
৩.	অর্থনীতি (Economics)	৪০৩
৪.	রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science)	৪০৪
৫.	ইতিহাস (History)	৪০৫
৬.	ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (Islamic History & Culture)	৪০৬
৭.	দর্শন (Philosophy)	৪০৭
৮.	সমাজ বিজ্ঞান (Sociology)	৪০৮
৯.	সমাজকল্যাণ / সমাজকর্ম (Social Welfare/Social Work)	৪০৯
১০.	মনোবিজ্ঞান (Psychology)	৪১০
১১.	সংস্কৃত (Sanskrit)	৪১১
১২.	পদার্থবিদ্যা (Physics)	৪১২
১৩.	রসায়ন (Chemistry)	৪১৩
১৪.	গণিত (Mathematics)	৪১৪
১৫.	প্রাণিবিদ্যা (Zoology)	৪১৫
১৬.	উদ্ভিদবিজ্ঞান (Botany)	৪১৬
১৭.	ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান (Geography & Environmental Science)	৪১৭
১৮.	পরিসংখ্যান (Statistics)	৪১৮
১৯.	মৃত্তিকা বিজ্ঞান (Soil Science)	৪১৯
২০.	গার্হস্থ্য অর্থনীতি (Home Economics)	৪২০
২১.	ব্যবস্থাপনা (Management)	৪২১
২২.	হিসাব বিজ্ঞান (Accounting)	৪২২
২৩.	বিপণন (Marketing)	৪২৩
২৪.	ফিন্যান্স (Finance)	৪২৪
২৫.	গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান (Library and Information Science)	৪২৫

	বিষয়	বিষয় কোড
২৬.	আরবি-কলেজ (Arabic-College)	৪২৬
২৭.	ইসলাম শিক্ষা (Islamic Studies)	৪২৭
২৮.	পালি (Pali)	৪২৮
২৯.	আরবি-মাদরাসা (Arabic-Madrasa)	৪২৯
৩০.	কৃষি (Agriculture)	৪৩০
৩১.	কম্পিউটার বিজ্ঞান (Computer Science)	৪৩১
৩২.	কম্পিউটার অপারেশন-বিএম (Computer Operation-BM)	৪৩২
৩৩.	হিসাবরক্ষণ - বিএম (Accounting -BM)	৪৩৩
৩৪.	ব্যাংকিং - বিএম (Banking -BM)	৪৩৪
৩৫.	উদ্যোক্তা উন্নয়ন - বিএম (Entrepreneur Development-BM)	৪৩৫
৩৬.	গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান (Library and Information Science) (গ্রন্থাগার প্রভাষক)	৪৩৬
৩৭.	প্রাণি চিকিৎসা ও উৎপাদন (Animal treatment and production)	৪৩৭
৩৮.	মৎস (Fisheries)	৪৩৮
৩৯.	কৃষি প্রকৌশল (Agriculture Engineering)	৪৩৯
৪০.	ড্রইং এন্ড পেইন্টিং (Drawing and Painting)	৪৪০
৪১.	প্রিন্ট মেকিং (Print Making)	৪৪১
৪২.	ওরিয়েন্টাল আর্ট (Oriental art)	৪৪২
৪৩.	স্কাল্পচার (Sculpture)	৪৪৩
৪৪.	কমার্সিয়াল আর্ট ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স (Commercial Art and Computer Graphics)	৪৪৪
৪৫.	ক্রাফ্টস (Crafts)	৪৪৫
৪৬.	সিরামিক (Ceramic)	৪৪৬
৪৭.	শিল্পকলার ইতিহাস (Art history)	৪৪৭
৪৮.	ব্যাংকিং এন্ড ইন্সুরেন্স (Banking & Insurance)	৪৪৮
৪৯.	ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস (International Business)	৪৪৯
৫০.	গণিত, পরিমিতি ও পরিসংখ্যান (Mathematics, Parameter & Statistics)	৪৫০
৫১.	কৃষি বিজ্ঞান (Agricultural Science)	৪৫১
৫২.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Information and Communication Technology)	৪৫২
৫৩.	হাদীস	৪৫৩
৫৪.	তাফসীর	৪৫৪
৫৫.	ফিক্হ	৪৫৫
৫৬.	আদব	৪৫৬

<u>পরীক্ষার পদ্ধতি ৩ স্তর- পরীক্ষার বিষয়, প্রশ্নের ভাষা, পূর্ণমান, মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের গঠন</u>

- **পরীক্ষার পদ্ধতি ৩ স্তর:**

  ১ম স্তরে- MCQ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়;

  ২য় স্তরে- MCQ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট ঐচ্ছিক বিষয়ের উপর লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়; এবং

  ৩য় স্তরে- লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

- **পরীক্ষার বিষয়:**

  আবশ্যিক বিষয় (বাংলা-২৫, ইংরেজি-২৫, গণিত-২৫ ও সাধারণ জ্ঞান-২৫) এবং সংশ্লিষ্ট ঐচ্ছিক বিষয়ের উপর লিখিত পরীক্ষা।

- **প্রশ্নের মাধ্যম:**

  বাংলা।

- **পূর্ণমান:**

  আবশ্যিক বিষয়ে MCQ (বাংলা-২৫, ইংরেজি-২৫, গণিত-২৫ ও সাধারণ জ্ঞান-২৫) পরীক্ষায় মোট ১০০ নম্বর, ঐচ্ছিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষায় ১০০ নম্বর এবং মৌখিক পরীক্ষায় ২০ নম্বর।

- **মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের গঠন:**

  প্রতিটি বোর্ডে ১ জন সভাপতি, ১ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ এবং ১ জন বিভাগীয় বিশেষজ্ঞ।

১-১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার তথ্য স্মারণী

পরীক্ষা	কেন্দ্র সংখ্যা	বিষয়	মোট আবেদনকারী	মোট অংশগ্রহণকারী	অংশগ্রহণের হার	উত্তীর্ণ	উত্তীর্ণের হার	সনদ বিতরণ কার্যালয়
১ম পরীক্ষা নভেম্বর, ২০০৫	৬	২৩	৭৬,১৮৫	৫৯,০০০	৭৭.৫০%	৩৩,৭৮৮	৫৭.২৭%	শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে
২য় পরীক্ষা সেপ্টেম্বর, ২০০৬	৬	১১২	১৩১,৭৫৯	৯৯,৮০৭	৭৫.৭৫%	২২,৩৮১	২২.৩৬%	এনটিআরসিএ কার্যালয়, ঢাকা
৩য় পরীক্ষা সেপ্টেম্বর, ২০০৭	২৪	১১৯	১১৩,৯৭৫	৮৩,৮৯৯	৭৩.৬১%	১৬,০২০	১৯.০৯%	জেলা শিক্ষা অফিস
৪র্থ পরীক্ষা ডিসেম্বর, ২০০৮	২০	৭৮	১২৭,০৭৪	৯৬,০২৭	৭৫.৫৮%	৩১,০৯৩	৩২.৩৮%	জেলা শিক্ষা অফিস
৫ম পরীক্ষা ডিসেম্বর, ২০০৯	২০	৭১	১৪১,০৮২	১০২,৩৪৮	৭৬.৬০%	৩৯,২২৫	৩৮.৩৩%	জেলা শিক্ষা অফিস
বিশেষ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১০	৭	৪	৭,৭৬৪	৬,৯৩৬	৮৯.৩৪%	১,৩৯৫	২০.১১%	এনটিআরসিএ কার্যালয়, ঢাকা
৬ষ্ঠ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১০	২০	৭৮	২৮৩,৩১৪	২২০,৫১৭	৭৭.৮৩%	৪২,৬৪১	১৯.৩৪%	জেলা শিক্ষা অফিস
৭ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১১	২০	৮০	৩২১,৩০১	২৫৯,১১৪	৮০.৬৪%	৫৭,২০৩	২২.৪৪%	জেলা শিক্ষা অফিস
৮ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১২	২০	৮০	৩১৩,১৪৫	২৪৮,০০১	৭৯.২০%	৫৬,০৪৬	২২.৫৯%	জেলা শিক্ষা অফিস
৯ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১৩	২০	৮০	৩১৪,৮৮৭	২৪২,৪৫১	৭৬.৯৯%	৭৫,৮৯৮	৩১.৩০%	জেলা শিক্ষা অফিস
১০ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১৪	২০	৮০	৪৪১,৯৭৯	৩৫৬,৯৬২	৮০.৭৬%	১১৩,২৯৭	৩১.৭৪%	জেলা শিক্ষা অফিস
১১তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১৪	২০	৮২	৪৪১,০৭৭	৩৫৭,৪৭২	৮১.০৪%	৫১,৪০৫	১৪.৩৮%	জেলা শিক্ষা অফিস
১২তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১৫ (প্রিলিমিনারি)	২০	৪	৫৩২,৫২২	৪৮০,৬৭০	৯০.২৬%	৭৫,৯৮৯	১৫.৮১%	প্রযোজ্য নয়
১২তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৫ (লিখিত)	৭	৮২	৬৯,৪৮৫	৬০,৮২৯	৮৭.৬১%	৪৭,০৩৯	৭৭.৩৩%	জেলা শিক্ষা অফিস
১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৬ (প্রিলিমিনারি)	২০	৪	৬০২,০৩৩	৫২৭,৭৫৭	৮৭.৬৬%	১৪৭,২৬২	২৭.৯০%	প্রযোজ্য নয়
১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৬ (লিখিত)	৮	৭৭	১৪৭,২৬২	১২৭,৬৬৪	৮৬.৬৯%	১৮,৯৭৩	১৪.৮৩%	প্রযোজ্য নয়

পরীক্ষা	কেন্দ্র সংখ্যা	বিষয়	মোট আবেদনকারী	মোট অংশগ্রহণকারী	অংশগ্রহণের হার	উত্তীর্ণ	উত্তীর্ণের হার	সনদ বিতরণ কার্যালয়
১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৬ (মৌখিক)	-	৭৭	১৮,৯৭৩	১৮,০০৯	৯৪.৯২%	১৭,২৫৪	৯৫.৮১%	জেলা শিক্ষা অফিস
১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৭ (প্রিলিমিনারি)	২০	৪	৯২৩,৫৫৪	৮০৬,৬৫০	৮৭.৩৪%	২০৯,৮৭৫	২৬.০২%	প্রযোজ্য নয়
১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৭ (লিখিত)	৮	৮১	২০৯,৮৭৫	১৬৬,৩২১	৭৯.২৫%	১৯,৮৬৩	১১.৯৪%	প্রযোজ্য নয়
১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৭ (মৌখিক)	-	৮১	১৯,৮৬৩	১৮,৭০৯	৯৪.১৯%	১৮,৩১২	৯৭.৮৮%	জেলা শিক্ষা অফিস
১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৮ (প্রিলিমিনারি)	২০	৪	৮৭৬,০৩৩	৭৪০,৪১৬	৮৪.৫২%	১৫২,০০০	২০.৫২%	প্রযোজ্য নয়
১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৮ (লিখিত)	৮	৮২	১৫২,০০০	১২১,৬৬০	৮০%	১৩,৩৪৫	১০.৯৬%	প্রযোজ্য নয়
১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৮ (মৌখিক)	-	৮২	১৩,৩৪৫	১২,৯০১	৯৬.৬৭%	১১,১৩০	৮৬.২৭%	জেলা শিক্ষা অফিস
১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯ (প্রিলিমিনারি)	২৪	৪	১১,৭৬,১৯৬	৯৫৯,৭২৭	৮১.৫৯%	২২৮,৭০০	২৩.৮৩%	প্রযোজ্য নয়
১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯ (লিখিত)	৮	১০৩	২২৮,৭০০	১৫৪,৬৬৫	৬৭.৬৩%	২২,৩৯৮	১৪.৪৮%	প্রযোজ্য নয়
১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯ (মৌখিক)	-	১০৩	২২,৩৯৮	২০,১৩১	৮৯.৮৮%	১৮,৫৫০	৯২.১৫%	জেলা শিক্ষা অফিস
১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২০ (প্রিলিমিনারি)	২৪	৪	১১,৭২,২৮৬	-	-	-	-	-

১-১৬তম পরীক্ষায় মোট উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা= ৬,৫২,৬৭৭ জন

১ম-১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তথ্য স্মারণীর লেখচিত্র :

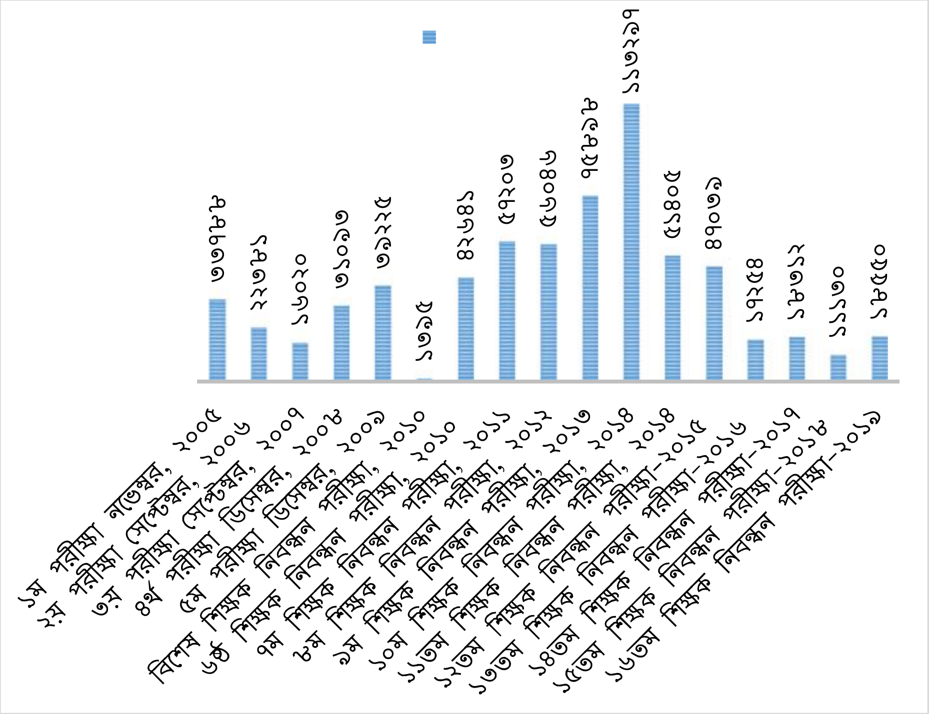

উত্তীর্ণ প্রার্থী/সুপারিশকৃত প্রার্থীর (পুরুষ ও মহিলা/ তথ্য স্মারণী (লেখচিত্র/পাই Chart)

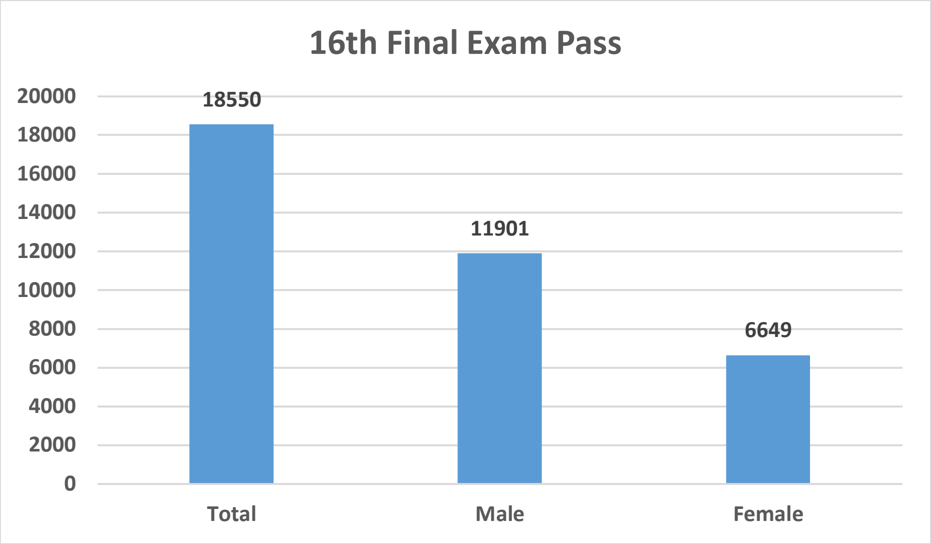

২০২১ সালের সনদ সংশোধন, ডুপ্লিকেট সনদ ও নিবন্ধন সনদ যাচাইয়ের সংখ্যা

২০০৫ সনের ১ নং আইন "বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫" এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত "বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ (সংশোধিত)" এর বিধি ১০ মোতাবেক বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর ব্যবস্থাপনায় গৃহীত শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের প্রত্যয়ন পত্র/শিক্ষক নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়।

সংশোধিত সনদের সংখ্যা	: ৫৮৭ টি
ডুপ্লিকেট সনদের সংখ্যা	: ২৫১টি
নিবন্ধন সনদ যাচাই	**: ১১৮৬টি**

সনদ সংশোধন

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় আবেদনের সময় প্রার্থী যে সকল তথ্য প্রদান করেন তার ভিত্তিতেই তাঁদেরকে প্রত্যয়ন পত্র/শিক্ষক নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়। তথাপি প্রার্থীদের আবেদনের ভিত্তিতে উপযুক্ত প্রমাণাদি যাচাইয়ান্তে কোন প্রকার ফি গ্রহণ ব্যাতিরেকে নিবন্ধনধারীদের সংশোধিত প্রত্যয়ন পত্র/শিক্ষক নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়। ২০২১ পঞ্জিকা বৎসরে সর্বমোট ৫৮৭ জন নিবন্ধনধারীকে তাঁদের আবেদনের ভিত্তিতে সংশোধিত প্রত্যয়ন পত্র/শিক্ষক নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়েছে।

ডুপ্লিকেট/দ্বিনকল সনদ

কোন নিবন্ধনধারী প্রার্থীর প্রত্যয়ন পত্র/শিক্ষক নিবন্ধন সনদ হারিয়ে/পুড়ে গেলে বা অন্য কোনভাবে বিনষ্ট হলে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ (সংশোধিত) এর বিধি ১০ এর উপ-বিধি (৪) মোতাবেক প্রার্থীর আবেদনের ভিত্তিতে উপযুক্ত প্রমাণাদি যাচাইয়ান্তে নির্ধারিত ফি'র বিনিময়ে ডুপ্লিকেট/দ্বিনকল প্রত্যয়ন পত্র/শিক্ষক নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়। ২০২১ পঞ্জিকা বৎসরে সর্বমোট ২৫১ জন নিবন্ধনধারীকে তাঁদের আবেদনের ভিত্তিতে ডুপ্লিকেট/দ্বিনকল প্রত্যয়ন পত্র/শিক্ষক নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়েছে।

নিবন্ধন সনদ যাচাই

শিক্ষক নিবন্ধন সনদের সঠিকতার বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের অথবা যাচাইকারি প্রতিষ্ঠান প্রধানের আবেদনের ভিত্তিতে সনদ ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনটিআরসিএ কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার ফি গ্রহণ ব্যাতিরেকে শিক্ষক নিবন্ধন সনদ যাচাই করে যাচাই প্রতিবেদন এনটিআরসিএ কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকে যাচাই প্রতিবেদন প্রদান করেন। ২০২১ পঞ্জিকা বৎসরে সর্বমোট ১,১৮৬ টি নিবন্ধন সনদ যাচাইয়ান্তে নিবন্ধন সনদ যাচাই প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে।

২০২১ সালের সনদ সংশোধন, ডুপ্লিকেট সনদ ও নিবন্ধন সনদ যাচাইয়ের লেখচিত্র

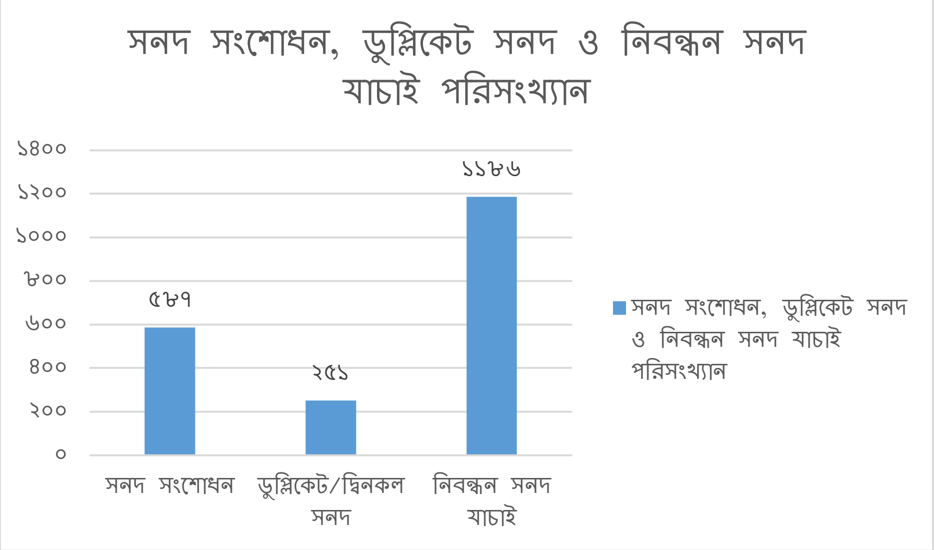

EFT এর মাধ্যমে সম্মানি প্রদান :

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় যারা উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন তাঁদেরকে সম্মানি প্রদান করা হয়। পূর্বে ১ থেকে ১৩ তম নিবন্ধন পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নকারীগণকে চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হতো।

১৪ তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নকারীগণের সম্মানি EFT এর মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা হয় এবং চেকবিহীন সেবা প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হয়। ফলে সময়, খরচ এবং ভিজিট হ্রাস পেয়েছে। এ অর্থ বছরে ৭৯১ জন উত্তরপত্র মূল্যায়নকারীর সম্মানি electric fund transfer এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়। ১৫ তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা থেকে প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী এবং মডারেটরদের সম্মানি দ্রুততার সাথে প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ নেয়া হয়। এছাড়া ৪১৫ জন প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী ও ৭৫৩জন উত্তরপত্র মূল্যায়নকারী মোট ১২০৬ জনের সম্মানি EFT এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়। ১৬ তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী ৩৯৭ জন ও ৭৩১ জন উত্তরপত্র মূল্যায়নকারী মোট ১১২৮ জনের সম্মানি EFT এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়। ১৭ তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা থেকে প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী ও প্রশ্নপত্র মডারেটরদের বিল তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করা হয়েছে। ১৭ তম পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর উত্তরপত্র মূল্যায়নের বিল EFT এর মাধ্যমে প্রদান করা হবে। EFT এর মাধ্যমে সম্মানি ও বিল পরিশোধের কারনে সম্মানি ও বিল প্রাপকদের একাউন্টে অর্থ সরাসরি জমা হচ্ছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

এনটিআরসিএ'র যানবাহন সংক্রান্ত :

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর TO&E-তে ০৪ (চার) টি সিডান কার, ০১ (এক) টি পিকআপ, ০৩ (তিন) টি মাইক্রোবাস, ০২ টি মোটর সাইকেল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ০৪ টি সিডান কার যথাক্রমে ২০০৮ সালে ০৩ টি ও ২০১০ এ ১টি, পিকআপ গাড়িটি ২০১০ সালে,

০৩ টি মাইক্রোবাস যথাক্রমে ২০১৭ সালে ০২টি, ২০১৮ সালে ১টি ও ০১টি মটর সাইকেল ডেসপাস শাখার জন্য ২০১৮ সালে সংগ্রহ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ০২টি সিডান কার অকেজো ঘোষণা করে বিধি মোতাবেক নিলামে বিক্রয় করা হয়েছে। গাড়িসমূহের মধ্যে সিডান কার প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তার অনুকূলে বরাদ্দ, পিকআপ গাড়িটি পরীক্ষা ও প্রশাসনিক সংশ্লিষ্ট কাজে, মাইক্রোবাস ৩টি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের অফিসে আনয়ণ ও প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ০২টি সিডান কার অকেজো ঘোষণা করে নিলামে বিক্রয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে,০২ (দুই) টি সিডান কারের মধ্যে ০১টি জীপ হিসেবে TO&E অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বর্তমান বছরে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত শিক্ষক নিয়োগ সুপারিশকরণ ও ৩টি ধাপের শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্যান্য কাজের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্তৃপক্ষের কাজে গতি আনয়ণে আরও বেশী যানবাহনের প্রয়োজন।

২০২১ সালে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি:

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার সিলেবাস হালনাগাদকরণ

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য হচ্ছে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার বিষয় ভিত্তিক সিলেবাস প্রণয়ন ও যুগোপযোগীকরণ। এনটিআরসিএ'র শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার সিলেবাস প্রণয়ন ও হালনাগাদ করার জন্য ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি সিলেবাস প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ কমিটি রয়েছে। উক্ত কমিটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর সম্মানিত অধ্যাপকগণ অন্তর্ভুক্ত আছেন। বর্ণিত কমিটি ০৩ (তিন)টি কর্মশালার মাধ্যমে এনটিআরসিএ'র শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে 'সহকারী শিক্ষক-গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান' এবং 'গ্রন্থাগার-প্রভাষক' ০২ (দুই)টি নতুন পদের জন্য গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিষয়ের ০২ (দুই)টি সিলেবাস এবং ০৬ (ছয়)টি বিদ্যমান বিষয়ের (কম্পিউটার বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত, উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান) সিলেবাস হালনাগাদ করা হয়।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষমাত্রা অনুযায়ী এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ৬০ (ষাট) ঘন্টা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

ষোড়শ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা

১১ নভেম্বর, ২০২০ তারিখ ষোড়শ শিক্ষক নিবন্ধন লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১,৫৪,৬৬৫ জন পরীক্ষার্থী। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা স্কুল-২ পর্যায়ে ১২০৩ জন, স্কুল পর্যায়ে ১৭,১৪০ জন এবং কলেজ পর্যায়ে ৪০৫৫ জনসহ সর্বমোট ২২,৩৯৮ জন। পাশের হার ১৪.৪৮%। উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের মৌখিক পরীক্ষা বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ হতে শুরু করা হয়। বিভিন্ন সময়ে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির জন্য লকডাউনের কারণে পরবর্তীতে ২১.০৯.২০২১ তারিখে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ শেষে ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

আইন, বিধি সংশোধন

এনটিআরসিএ'র আইন, বিধিমালাসমূহ, পরিপত্র সংশোধনের নিমিত্ত কমিটি গঠন এবং কমিটি কর্তৃক সভার আয়োজন করা হয়েছে। কমিটির মাধ্যমে প্রণীত খসড়া নির্বাহী বোর্ডের সভার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হবে।

এনটিআরসিএ'র শূন্য পদে নিয়োগ

এনটিআরসিএ'র রাজস্ব খাতে সরাসরি নিয়োগযোগ্য ৩য় শ্রেণির অর্থাৎ (গ্রেড ১৩ থেকে ১৪) জনবল নিয়োগের নিমিত্ত গত ০৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে দৈনিক পত্রিকা এবং ওয়েবসাইটে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় ।অফিস সুপারেনটেনডেন্ট এর ০১টি, হিসাবরক্ষকের ০১টি এবং স্টোর কিপার এর ০১টি পদে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

সেসিপের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণ

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর মাধ্যমে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)-এর চাহিদার ভিত্তিতে সাধারণ শিক্ষা ধারার ৬০৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাধ্যমিক বিদ্যালয়/দাখিল মাদরাসা) ভোকেশনাল কোর্স চালুর লক্ষ্যে অনলাইনে নিয়োগযোগ্য ১০টি ট্রেডে জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০১৮ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মহিলা কোটার পরিপত্র অনুসরণপূর্বক সম্মিলিত জাতীয় মেধাতালিকা অনুযায়ী প্রতি পদের বিপরীতে আবেদনকৃতদের মধ্য হতে সর্বোচ্চ মেধাধারী মোট ১২৩৭ জন প্রার্থীকে নিবন্ধনের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রার্থীদের বর্তমানে পুলিশ/নিরাপত্তা ভেরিফিকেশন চলছে।

অনলাইন আবেদন গ্রহণ ও নিবন্ধন পরীক্ষা সম্পন্নকরণ

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার আবেদনপত্র গ্রহণ, পরীক্ষার্থীদের ডাটা সংগ্রহ, প্রবেশপত্র প্রদান, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের SMS এর মাধ্যমে ফলাফল অবহিতকরণ কার্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এ যাবত ০১টি বিশেষ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষাসহ ১ম হতে ১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৬,৫২,৬৭৭ জন সনদধারীদের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের লক্ষ্যে পরীক্ষার্থীর সম্মিলিত জাতীয় মেধা তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এন্ট্রি লেভেলে শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান প্রধান হতে ই-রিকুইজিশন গ্রহণ, শূন্য পদের বিপরীতে নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ই-এপ্লিকেশন গ্রহণ, সুপারিশপত্র প্রদান কার্যক্রমটি অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সনদ যাচাই সংক্রান্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে এ সংক্রান্ত সনদ যাচাই প্রতিবেদন এনটিআরসিএ'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

৩য় নিয়োগ চক্রে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের প্রাথমিক সুপারিশ

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, কারিগরি ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান) সমূহের প্রবেশ পর্যায়ে (entry level) নিয়োগ

সুপারিশের লক্ষ্যে গত ৩০ মার্চ ২০২১ তারিখে ৩য় গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। উক্ত গণবিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে ৩৪,৬০৭ জন এমপিও এবং ৩,০৭৬ জন নন-এমপিও পদে মোট ৩৮,২৮৩ জন নিবন্ধনধারী শিক্ষককে তাদের পছন্দক্রম ও মেধার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয় এবং নির্বাচিত শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানদের বরাবর এসএমএস প্রেরণ করা হয়। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত শিক্ষকদের পুলিশ ভেরিফিকেশন/সিকিউরিটি ভেরিফিকেশন চলমান রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ১৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৩.১০১.১৯.২১(অংশ-১)-১২ প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী পুলিশ ভেরিফিকেশন চলমান থাকা অবস্থায় ৩৪১৮৯ জন শিক্ষককে তাদের মেধা ও পছন্দক্রম অনুযায়ী নিয়োগ সুপারিশ করা হয়।

<u>প্রশিক্ষণ ও ই-নথি কার্যক্রম জোরদারকরণ</u>

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে ০৮ (আট) দিন ব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং ০২(দুই) দিন ব্যাপী জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও ই-নথি কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ০২ (দুই) দিন ব্যাপী ই-নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

<u>শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান</u>

'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০২১'-এর আলোকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কার্যালয়ে কর্মরত ১ জন কর্মকর্তা ও ২ জন কর্মচারীকে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

<u>EFT- এর মাধ্যমে বেতন ভাতা প্রদান</u>

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে EFT- এর মাধ্যমে বেতন ভাতা তাদের স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রদানের কাজ চালু করা হয়েছে।

<u>অভিযোগ প্রতিকার বক্স ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্তকরণ</u>

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর ওয়েবসাইটে বিভিন্ন সেবা প্রত্যাশীদের জন্য অভিযোগ প্রতিকার বক্স অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

<u>এনটিআরসিএ'র মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম</u>

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর কার্যালয়ের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও কর্মকান্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে ২০২১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ৩৯৫টি মামলা সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে রুজু করা হয়। অত্র প্রতিষ্ঠান সলিসিটর উইং-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্ত আইনজীবীর মাধ্যমে মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা রুজুকৃত মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকে। মামলার কারণে প্রায়শই এ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ পরীক্ষা ও নিয়োগ সুপারিশ কার্যক্রম বিলম্বিত হয়ে থাকে। সঙ্গতকারণে

দক্ষ ও পেশাদার আইনজীবীর মাধ্যমে মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্বার্থে এ প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। মামলার কার্যক্রম বিষয়ক তথ্য নিম্নরূপ:

এনটিআরসিএ'র বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাসমূহ :

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর বিরুদ্ধে জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ৫১৬টি মামলা মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে দায়ের করা হয়। মামলার কার্যক্রম বিষয়ক তথ্য নিম্নরূপ:

রিট মামলার সংখ্যা	কনটেম্পট মামলার সংখ্যা	মোট মামলা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা		মোট নিষ্পত্তি	চলমান মামলার সংখ্যা		মোট চলমান
			হাইকোর্ট বিভাগ	আপিল বিভাগ		হাইকোর্ট বিভাগ	আপিল বিভাগ	
৪৮৭	২৯	৫১৬	২৩২	২২	২৫৪	২৫৪	০৮	২৬২

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ :

ছক 'ক'

ক্রমিক নং	২০১৭-২০১৮ অর্থবছর হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণার নাম	বাস্তবায়নের সময়	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	
০১.	অনলাইনে দ্বি-নকল (Duplicate) নিবন্ধন সনদ প্রদানের তথ্য অবহিতকরণ।	২০১৭-২০১৮	দ্বি-নকল (Duplicate) সনদ প্রার্থীদের আবেদনসমূহ নির্ধারিত ফি, জিডির কপি, একাডেমিক সনদ, প্রবেশপত্র সহকারে গ্রহণ করে যাচাইয়ান্তে এ সংক্রান্ত তথ্য ওয়েবসাইটের নির্ধারিত সেবা বক্সে প্রদান করা হচ্ছে।	বাস্তবায়িত
০২.	অনলাইনে সংশোধিত নিবন্ধন সনদ প্রদানের তথ্য অবহিতকরণ।	২০১৮-২০১৯	সংশোধিত নিবন্ধন সনদের আবেদন যাচাই করে এ সংক্রান্ত তথ্য ওয়েবসাইটের নির্ধারিত সেবা বক্সে প্রদান করা হচ্ছে।	বাস্তবায়িত
০৩.	শিক্ষক নিবন্ধন সনদ যাচাই সহজীকরণ।	২০২০-২০২১	শিক্ষক নিবন্ধন সনদ যাচাইয়ের পত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্তির পর যাচাই অন্তে ০৭ দিনের মধ্যে ই-মেইলে প্রেরণ করা হচ্ছে এবং ওয়েবসাইটের সেবা বক্সে প্রদান করা হচ্ছে। ডাকযোগে হার্ডকপিও প্রেরণ করা হচ্ছে।	বাস্তবায়িত

ছক 'খ'

ক্রমিক নং	২০১৭-২০১৮ অর্থবছর হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত বাস্তবায়িত সহজিকৃত সেবার নাম	বাস্তবায়নের সময়	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	
০১.	সনদ সংশোধন ও দ্বি-নকল সনদ সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রদানের মাধ্যমে সেবা সহজিকরণ।	২০১৯-২০২০	সনদ সংশোধন ও দ্বি-নকল সনদ সরবরাহের তথ্য এনটিআরসিএ'র ওয়েবসাইটের সেবা বক্সে নিয়মিত প্রদর্শন করা হচ্ছে। আবেদনকারীকে টেলিফোনেও জানানো হচ্ছে।	বাস্তবায়িত
০২.	এনটিআরসিএ সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য হেল্প ডেস্ক স্থাপন।	২০২০-২০২১	এনটিআরসিএ'র বিভিন্ন তথ্য প্রদানের জন্য হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। হেল্প ডেস্কের ফোন নম্বর (০২-৪১০৩০১৩০) ওয়েবসাইটের অনুসন্ধান আইকনে প্রদর্শন করা হচ্ছে।	বাস্তবায়িত

ছক 'গ'

ক্রমিক নং	২০১৭-২০১৮ অর্থবছর হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত বাস্তবায়িত ডিজিটাইজকৃত সেবার নাম	বাস্তবায়নের সময়	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	
০১.	শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার কার্যক্রম ডিজিটাইজকৃত।	২০১০ হতে অদ্যাবধি	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার জন্য প্রার্থীদের অনলাইন আবেদন গ্রহণ, প্রবেশপত্র সরবরাহ/আপলোড ও প্রার্থীদের অবহিতকরণসহ পরীক্ষার ফলাফল প্রার্থীদেরকে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হচ্ছে। নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সমন্বিত মেধা তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে এবং সময়ে সময়ে হালনাগাদ করা হচ্ছে।	বাস্তবায়িত

ক্রমিক নং	২০১৭-২০১৮ অর্থবছর হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত বাস্তবায়িত ডিজিটাইজকৃত সেবার নাম	বাস্তবায়নের সময়	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	
০২.	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ সুপারিশ কার্যক্রম ডিজিটাইজকৃত।	২০১৭-২০১৮	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ই-নিবন্ধনকরণ, শূন্য পদের চাহিদার জন্য ই-রিকুইজিশন, শূন্য পদের চাহিদা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, শূন্য পদের বিপরীতে মেধা ও পছন্দক্রমের ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন ইত্যাদি কাজ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ই-নিবন্ধনের পর নিবন্ধিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদের চাহিদা অনলাইনে সংগ্রহ করা হয়। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শূন্য পদের চাহিদার প্রেক্ষিতে নিবন্ধিত শিক্ষকদের নিকট থেকে অনলাইনে আবেদন (ই-এ্যাপ্লিকেশন) গ্রহণ করা হয়। অত:পর নিবন্ধিত শিক্ষকগণের নিবন্ধন পরীক্ষার নম্বরের আলোকে সৃজিত মেধা তালিকা হতে প্রার্থীদের পছন্দক্রম এবং মেধার ভিত্তিতে শূন্য পদের বিপরীতে অটোমেশনের মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করে প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এসএমএস এর মাধ্যমে জানানো হয়। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের নিরাপত্তা/পুলিশ ভেরিফিকেশনের পর নিয়োগ সুপারিশ এসএমএস এর মাধ্যমে জানানো হয়।	বাস্তবায়িত

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন

মুজিব বর্ষ উদ্‌যাপন

১. সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী স্মরণে এনটিআরসিএ কার্যালয়ে একটি কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। কর্ণারটির নাম 'বঙ্গবন্ধু কর্ণার' রাখা হয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে জাতির পিতার ভাবাদর্শ তুলে ধরার জন্য তাঁর লিখিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' 'কারাগারের রোজনামচা' এবং "আমার দেখা নয়াচীন" পুস্তক তিনটি সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের মধ্যে ইতোমধ্যে বিতরণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান-এঁর স্মৃতি ধারণের জন্য জাতির পিতার প্রতিকৃতি সম্বলিত কোট পিন ইতোমধ্যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর প্রতিকৃতি সম্বলিত পোষ্টার সংগ্রহ করা পূর্বক বাঁধাই করে এনটিআরসিএ কার্যালয়ে প্রদর্শন করা হয়েছে। লিফলেট প্রস্তুত করে ইতোমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

৩. এনটিআরসিএ ২০১৬ সাল হতে মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত বিধান অনুসারে সম্মিলিত মেধা তালিকা অনুযায়ী শূন্য পদের চাহিদার আলোকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পর্যায়ে শিক্ষকদের নিয়োগের সুপারিশ করে থাকে। এ প্রতিষ্ঠান এ ১ম ও ২য় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আওতায় এ পর্যন্ত ৪৬০০৮ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করেছে। সুপারিশকৃত প্রবেশ পর্যায়ের শিক্ষকদের সাথে নিবিড় ও দ্রুত যোগাযোগ স্থাপনের অংশ হিসেবে এসএমএস-এর পাশাপাশি ইউনিক ই-মেইল আইডি-তে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সেবা প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে ইউনিক ই-মেইল আইডি প্রদান করা হয়েছে।

৪. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে চাহিদা সংগ্রহ এবং প্রাপ্ত চাহিদার ভিত্তিতে শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তৃতীয় নিয়োগ চক্রে ৩৪,১৮৯ জন নিবন্ধন সনদধারী প্রার্থীকে তাদের পছন্দক্রম ও মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ সুপারিশ করা হয়েছে। পুলিশ ভেরিফিকেশন এর লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তালিকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৫. এনটিআরসিএ কার্যালয়ে রাজস্ব খাতে ৩য় শ্রেণির তিনটি ক্যাটাগরিতে ০৩টি শূন্য পদে (অফিস সুপারিনটেনডেন্ট-০১, হিসাবরক্ষক-০১, স্টোর কিপার-০১) নিয়োগ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত ৩ জন কর্মচারী যোগদান করেছেন।

৬. সেবা প্রত্যাশীদের সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে সনদ যাচাই প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানের নাম, স্মারক ও তারিখ উল্লেখপূর্বক ওয়েবসাইটে উপস্থাপন এবং দ্বি-নকল/ সংশোধনী সনদ সংক্রান্ত প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে যে সমস্ত কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে তা নিম্নরূপ :

১. জাতির পিতার কর্মময় জীবন ও ৭ই মার্চ এর ভাষণের তাৎপর্য বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

২. তথ্য অধিদপ্তর হতে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ছবি মুদ্রণ পূর্বক এনটিআরসিএ কার্যালয়ে প্রদর্শন করা হচ্ছে।

৩. স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে।

৪. খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা শ্রবণের অংশ হিসেবে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার নিকট হতে বীরত্বগাঁথা শ্রবণের আয়োজন করা হয়েছে।

৫. এনটিআরসিএ'র ওয়েবসাইটে সুবর্ণ জয়ন্তী কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।

৬. একটি প্রতিবন্ধী স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে।

৭. রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

৮. শারিরীক প্রতিবন্ধীদের জন্য হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়েছে।

৯. দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য সাদা ছড়ি প্রদান করা হয়েছে।

১০. নারীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বৃদ্ধাশ্রমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

১১. এনটিআরসিএ'র কার্যালয়সহ ভবন আলোক সজ্জার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাজেট

এক নজরে বাজেট

২০২০-২০২১ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের অনুমোদিত বাজেট (লক্ষ টাকায়)	২০২০-২০২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১	পূর্ববর্তী অর্থবছরের স্থিতি	৫,০০৭.৯৯	৫,০০৭.৯৯	৬,৫৬৪.০৫	
২	আয়	৭,০৭০.৭০	৫,৬৯৪.৮৩	৭,১০৩.০২	
৩	এফডিআর ভাংগানো	-	৭,৯১৩.২৬	০	
৪	মোট আয়	১২,০৭৮.৬৯	১৮,৬১৬.০৮	১৩,৬৬৭.০৭	
৫	ব্যয়	৮,১৫৭.০৮	১,০৫২.০৩	৯,৫৭১.৬০	
৬	ব্যাংকে বিনিয়োগ	-	১১,০০০.০০	০	
৭	মোট ব্যয়	৮,১৫৭.০৮	১২,০৫২.০৩	৯,৫৭১.৬০	
৮	উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (৪-৭)	৩,৯২১.৬১	৬,৫৬৪.০৫	৪,০৯৫.৪৭	
	১৩ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ইস্যুকৃত চেকের টাকার পরিমান যা নগদায়ন হয়নি		২২৫.৪০		
	১৩ জুন ২০২১ শেষে ব্যাংক স্থিতি		৬,৭৮৯.৪৫		

২০২০-২০২১ অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব

(লক্ষ টাকায়)

আয়				ব্যয়		
ক্র: নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকৃত আয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকৃত খরচ (লক্ষ টাকায়)
১	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সমাপনী স্থিতি		৫,০০৭.৯৯	৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	১২০.০৩
২	১৪১১২০৪	ব্যাংক সুদ বাবদ	১০৫.৮৭	৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	৬১.৮৭
৩	১৪২২৩২৬	পরীক্ষা ফি	৫,৫৮৬.৬৭	৩১১১৩০১-৩১১১৩৩৫	ভাতাদি	১৭১.৫০

আয়				ব্যয়		
ক্র: নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকৃত আয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকৃত খরচ (লক্ষ টাকায়)
৪	১৪২২৪০২	দলিল নকল চার্জ	০.০৩	৩২১১১০৬-৩২৫৮১০৭	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	৪৫৯.৬৮
৫	১৪২২৩২৮	দরপত্র দলিল ফি	০.০৮	৩৪২১৫০৬	প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল	১৭.৮৩
৬	১৪২৩২০৪	সরকারি যানবাহন ব্যবহার ফি	-	৩৭২১১০২	কল্যাণ অনুদান	২০০.০০
৭	১৪২৩২২৫	কাগজ ও স্টেশনারী	০.০১	৩৭৩১১০১	আনুতোষিক	-
৮	১৪২৩২২৬	ব্যবহৃত কাগজ ও স্টেশনারী বিক্রয়	১.৭১	৪১১১২০১-৪১১৩৩০১	মূলধন ব্যয়	২১.১২
৯	১৪৪১২৯৯	অন্যান্য আদায়	০.৪৬	৪১৪১১০১	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	-
১০		আয়=	৫,৬৯৪.৮৩	৭২১৫১০১-৭২১৫১০৫	আর্থিক সম্পদ	-
১১					মোট ব্যয়=	১,০৫২.০৩
১২	এফডিআর ভাংগানো		৭,৯১৩.২৬		ব্যাংক বিনিয়োগ=	১১,০০০.০০
১৩	(১+১০+১২) সর্বমোট আয় =		১৮,৬১৬.০৮		সর্বমোট ব্যয়=	১২,০৫২.০৩

২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

আয়				ব্যয়		
ক্র: নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত সম্ভাব্য আয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত সম্ভাব্য খরচ (লক্ষ টাকায়)
১	২০২০-২০২১ অর্থবছরের সমাপনী স্থিতি		৬,৫৬৪.০৫	৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	১৫১.৮৮
২	১৪১১২০৪	ব্যাংক আমানত সুদ	১০০.০০	৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	৯৩.৩৯
৩	১৪২২৩২৬	পরীক্ষা ফি	৭,০০০.০০	৩১১১৩০১-৩১১১৩৩৫	ভাতাদি	৩২৩.৮৩

আয়				ব্যয়		
ক্র: নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত সম্ভাব্য আয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত সম্ভাব্য খরচ (লক্ষ টাকায়)
৪	১৪২২৪০২	দলিল নকল চার্জ	০.৩০	৩২১১১০৬-৩২৫৮১০৭	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	৩,৯৪৬.৫০
৫	১৪২২৩২৮	দরপত্র দলিল ফি	০.১০	৩৪২১৫০৬	প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল	৩৫.০০
৬	১৪২৩২০৪	সরকারি যানবাহন ব্যবহার ফি	০.১০	৩৭২১১০২	কল্যাণ অনুদান	৩০০.০০
৭	১৪২৩২২৫	কাগজ ও স্টেশনারী	০.০২	৩৭৩১১০১	আনুতোষিক	৫.০০
৮	১৪২৩২২৬	ব্যবহৃত কাগজ ও স্টেশনারী	২.০০	৪১১১২০১-৪১১৩৩০১	মূলধন ব্যয়	২,৭০৪.০০
৯	১৪৪১২৯৯	বিবিধ	০.৫০	৪১৪১১০১	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	২,০০০.০০
১০		আয় =	৭,১০৩.০২	৭২১৫১০১-৭২১৫১০৫	আর্থিক সম্পদ (ঋণ)	১২.০০
১১					মোট ব্যয়=	৯,৫৭১.৬০
১২					ব্যাংক বিনিয়োগ=	-
১৩	(১+১০) সর্বমোট আয় =		১৩,৬৬৭.০৭		সর্বমোট ব্যয়=	৯,৫৭১.৬০

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

আয়				ব্যয়		
ক্র: নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য আয়	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য ব্যয়
১	১৪১১২০৪	ব্যাংক আমানত সুদ	২০০.০০	৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	১৫৯.৪৮
২	১৪২২৩২৬	পরীক্ষা ফি	৭,০০০.০০	৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	৯৮.০৬
৩	১৪২২৪০২	দলিল নকল চার্জ	০.৩০	৩১১১৩০১-৩১১১৩৩৫	ভাতাদি	৩১৫.৯৬
৪	১৪২২৩২৮	দরপত্র দলিল ফি	০.১০	৩২১১১০৬-৩২৫৮১০৭	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	৩,৯৮৫.০০

আয়				ব্যয়		
ক্র: নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য আয়	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য ব্যয়
৫	১৪২৩২০৪	সরকারি যানবাহন ব্যবহার ফি	০.৩০	৩৪২১৫০৬	প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল	৪০.০০
	১৪২৩২২৫	কাগজ ও স্টেশনারী	০.০২	৩৫১২১০৩	সরকার কর্তৃক প্রদেয় গৃহঋণের সুদের ভূর্তিকি	৫০.০০
৬	১৪২৩২২৬	ব্যবহৃত কাগজ ও স্টেশনারী	২.০০	৩৭২১১০২	কল্যাণ অনুদান	৩০০.০০
৭	১৪৪১২৯৯	বিবিধ	০.৫০	৩৭৩১১০১	আনুতোষিক	৫.০০
৮	আয়=		৭,২০৩.২২	৪১১১২০১-৪১১৩৩০১	মূলধন ব্যয়	২,৭০৪.০০
৯				৪১৪১১০১	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	২,০০০.০০
১০				৭২১৫১০১-৭২১৫১০৫	আর্থিক সম্পদ (ঋণ)	১২.০০
					মোট ব্যয়=	৯,৬৬৯.৫০

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের ২০১৭ হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত আয়ের হিসাব বিবরণী (তথ্য স্মারণীতে)

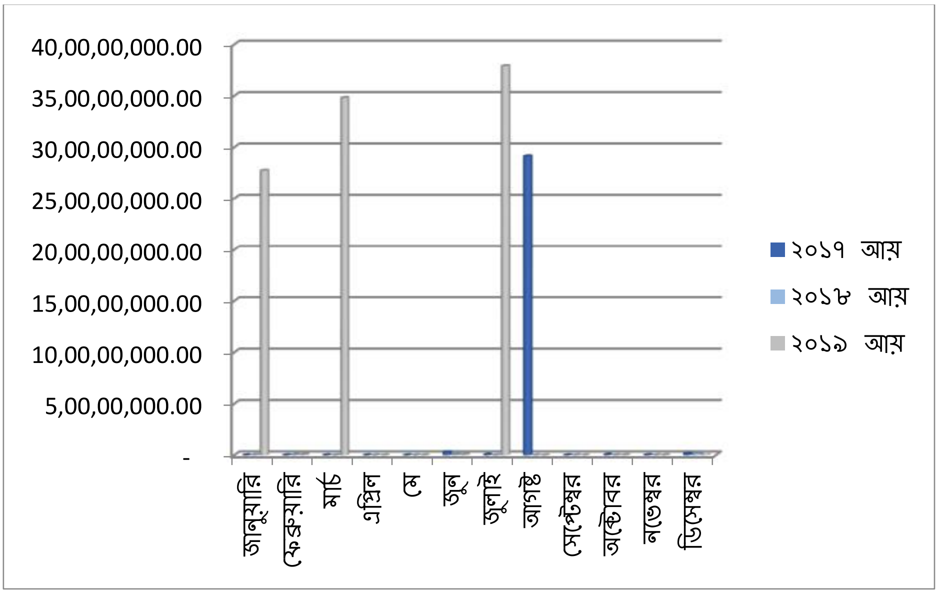

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের ২০১৭ হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ব্যয়ের হিসাব বিবরণী (তথ্য স্মারণীতে)

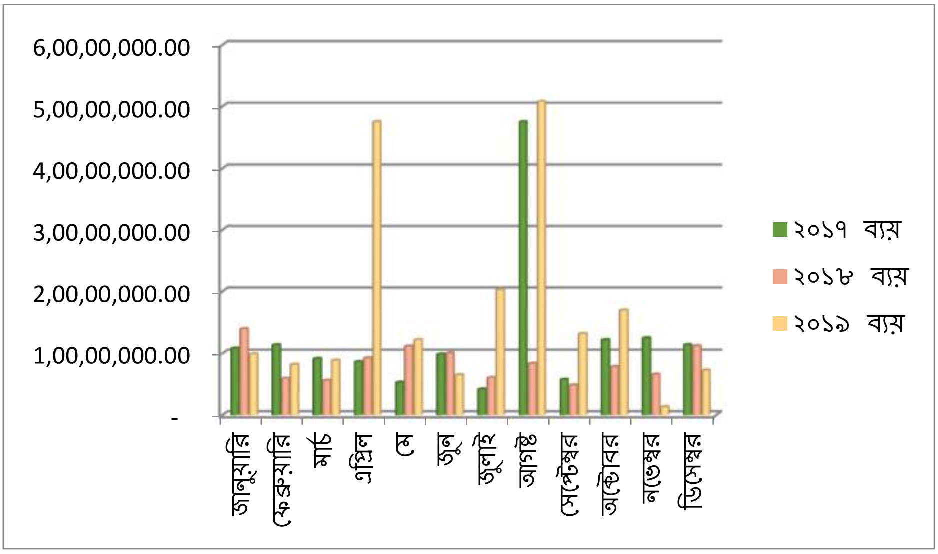

শিক্ষক নিয়োগ

১ম নিয়োগচক্রে শিক্ষক সুপারিশকরণের তথ্য

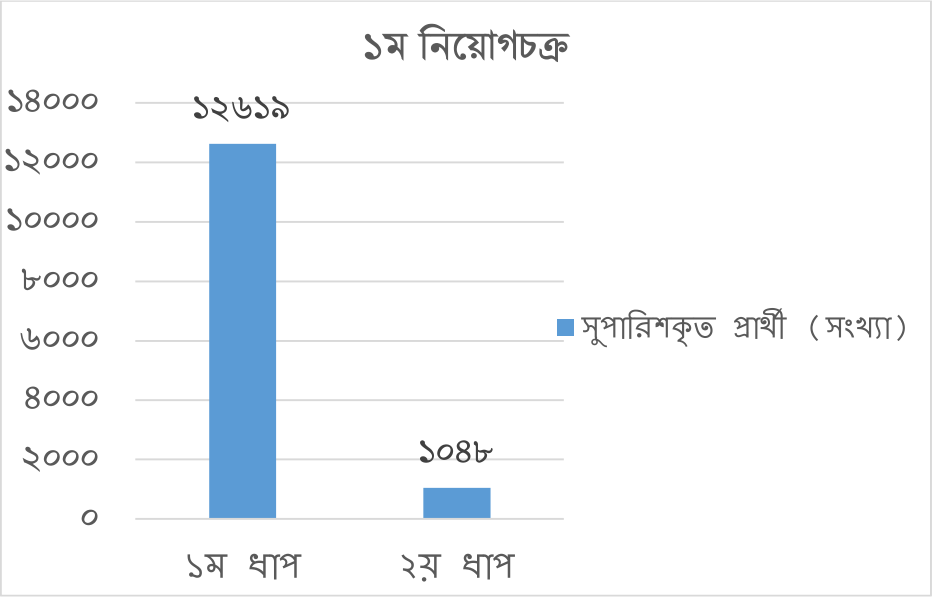

২য় নিয়োগচক্রে শিক্ষক সুপারিশকরণের তথ্য

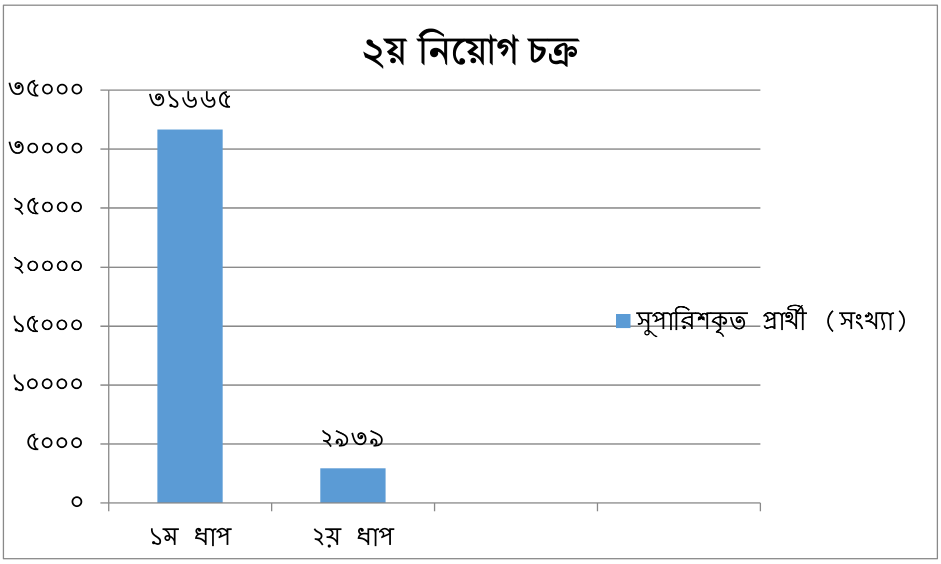

মামলার কারণে স্থগিত সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) পদে সুপারিশ করণের

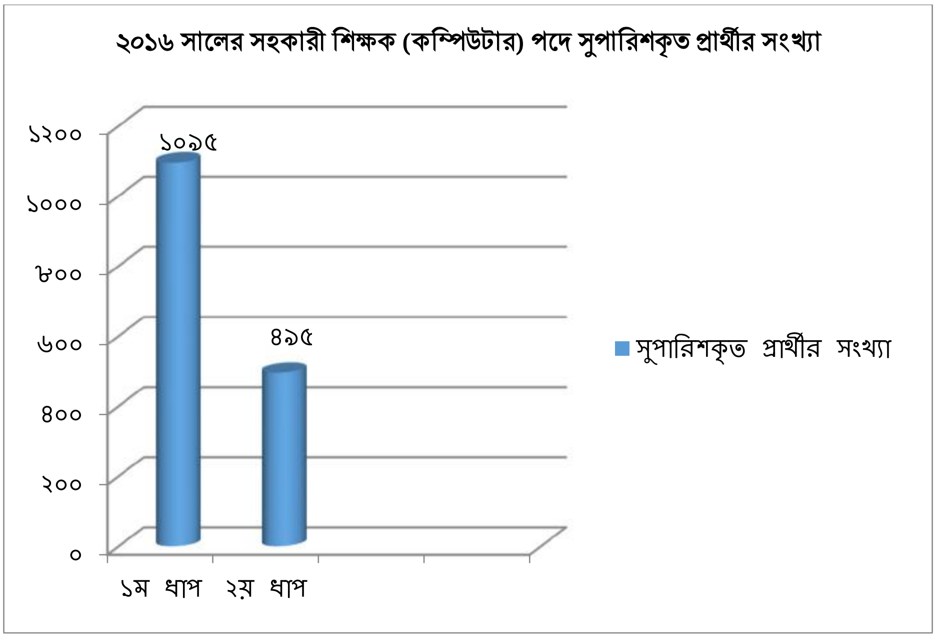

সনদ যাচাই, সংশোধন ও দ্বি-নকল সনদ প্রদান সংক্রান্ত বিবরণী

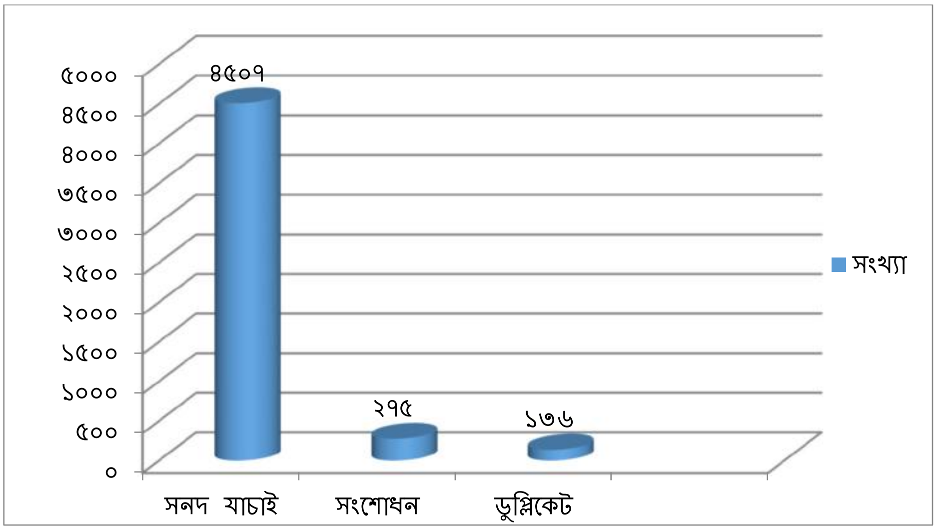

নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের তুলনামূলক বিবরণী

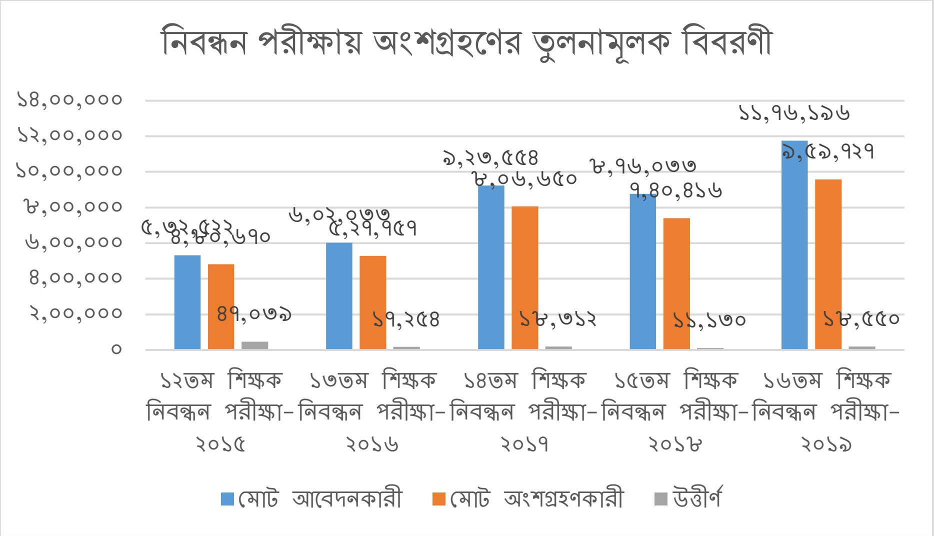

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সুপারিশ করণের তথ্য

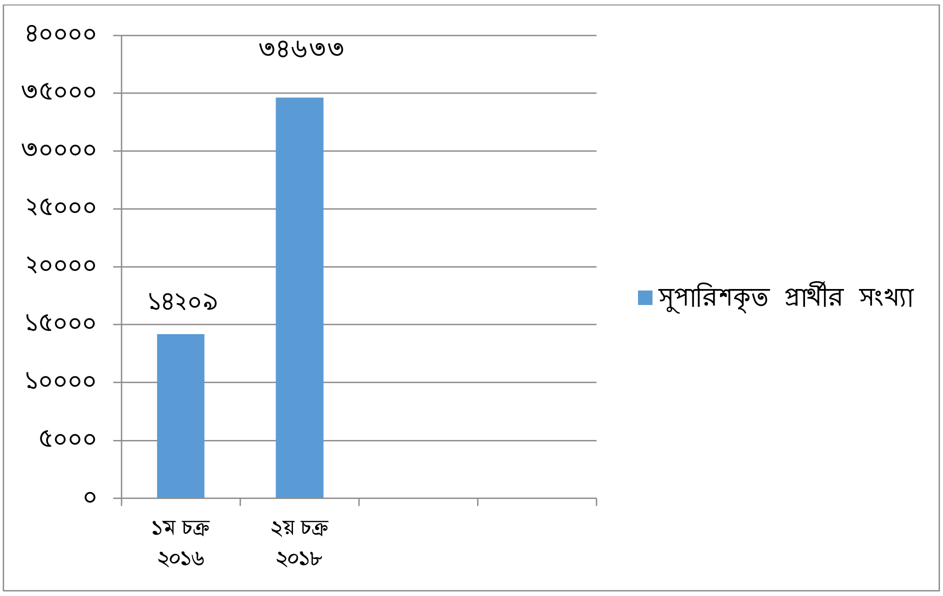

এনটিআরসিএ কর্তৃক গৃহীত বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষাসমূহের ফলাফল

পরীক্ষা	কেন্দ্র সংখ্যা	বিষয়	মোট আবেদনকারী	মোট অংশগ্রহণকারী	অংশগ্রহণের হার	উত্তীর্ণ	উত্তীর্ণের হার	সনদ বিতরণ কার্যালয়
১ম পরীক্ষা নভেম্বর, ২০০৫	৬	২৩	৭৬,১৮৫	৫৯,০০০	৭৭.৫০%	৩৩,৭৮৮	৫৭.২৭%	শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে
২য় পরীক্ষা সেপ্টেম্বর, ২০০৬	৬	১১২	১৩১,৭৫৯	৯৯,৮০৭	৭৫.৭৫%	২২,৩৮১	২২.৩৬%	এনটিআরসিএ কার্যালয়, ঢাকা
৩য় পরীক্ষা সেপ্টেম্বর, ২০০৭	২৪	১১৯	১১৩,৯৭৫	৮৩,৮৯৯	৭৩.৬১%	১৬,০২০	১৯.০৯%	জেলা শিক্ষা অফিস
৪র্থ পরীক্ষা ডিসেম্বর, ২০০৮	২০	৭৮	১২৭,০৭৪	৯৬,০২৭	৭৫.৫৮%	৩১,০৯৩	৩২.৩৮%	জেলা শিক্ষা অফিস
৫ম পরীক্ষা ডিসেম্বর, ২০০৯	২০	৭১	১৪১,০৮২	১০২,৩৪৮	৭৬.৬০%	৩৯,২২৫	৩৮.৩৩%	জেলা শিক্ষা অফিস
বিশেষ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১০	৭	৪	৭,৭৬৪	৬,৯৩৬	৮৯.৩৪%	১,৩৯৫	২০.১১%	এনটিআরসিএ কার্যালয়, ঢাকা
৬ষ্ঠ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১০	২০	৭৮	২৮৩,৩১৪	২২০,৫১৭	৭৭.৮৩%	৪২,৬৪১	১৯.৩৪%	জেলা শিক্ষা অফিস
৭ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১১	২০	৮০	৩২১,৩০১	২৫৯,১১৪	৮০.৬৪%	৫৭,২০৩	২২.৪৪%	জেলা শিক্ষা অফিস
৮ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১২	২০	৮০	৩১৩,১৪৫	২৪৮,০০১	৭৯.২০%	৫৬,০৪৬	২২.৫৯%	জেলা শিক্ষা অফিস
৯ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১৩	২০	৮০	৩১৪,৮৮৭	২৪২,৪৫১	৭৬.৯৯%	৭৫,৮৯৮	৩১.৩০%	জেলা শিক্ষা অফিস
১০ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১৪	২০	৮০	৪৪১,৯৭৯	৩৫৬,৯৬২	৮০.৭৬%	১১৩,২৯৭	৩১.৭৪%	জেলা শিক্ষা অফিস
১১তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১৪	২০	৮২	৪৪১,০৭৭	৩৫৭,৪৭২	৮১.০৪%	৫১,৪০৫	১৪.৩৮%	জেলা শিক্ষা অফিস
১২তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা,২০১৫ (প্রিলিমিনারি)	২০	৪	৫৩২,৫২২	৪৮০,৬৭০	৯০.২৬%	৭৫,৯৮৯	১৫.৮১%	প্রযোজ্য নয়
১২তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৫ (লিখিত)	৭	৮২	৬৯,৪৮৫	৬০,৮২৯	৮৭.৬১%	৪৭,০৩৯	৭৭.৩৩%	জেলা শিক্ষা অফিস
১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৬ (প্রিলিমিনারি)	২০	৪	৬০২,০৩৩	৫২৭,৭৫৭	৮৭.৬৬%	১৪৭,২৬২	২৭.৯০%	প্রযোজ্য নয়
১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৬ (লিখিত)	৮	৭৭	১৪৭,২৬২	১২৭,৬৬৪	৮৬.৬৯%	১৮,৯৭৩	১৪.৮৩%	প্রযোজ্য নয়
১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৬ (মৌখিক)	-	৭৭	১৮,৯৭৩	১৮,০০৯	৯৪.৯২%	১৭,২৫৪	৯৫.৮১%	জেলা শিক্ষা অফিস
১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৭ (প্রিলিমিনারি)	২০	৪	৯২৩,৫৫৪	৮০৬,৬৫০	৮৭.৩৪%	২০৯,৮৭৫	২৬.০২%	প্রযোজ্য নয়

পরীক্ষা	কেন্দ্র সংখ্যা	বিষয়	মোট আবেদনকারী	মোট অংশগ্রহণকারী	অংশগ্রহণের হার	উত্তীর্ণ	উত্তীর্ণের হার	সনদ বিতরণ কার্যালয়
১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৭ (লিখিত)	৮	৮১	২০৯,৮৭৫	১৬৬,৩২১	৭৯.২৫%	১৯,৮৬৩	১১.৯৪%	প্রযোজ্য নয়
১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৭ (মৌখিক)	-	৮১	১৯,৮৬৩	১৮,৭০৯	৯৪.১৯%	১৮,৩১২	৯৭.৮৮%	জেলা শিক্ষা অফিস
১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৮ (প্রিলিমিনারি)	২০	৪	৮৭৬,০৩৩	৭৪০,৪১৬	৮৪.৫২%	১৫২,০০০	২০.৫২%	প্রযোজ্য নয়
১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৮ (লিখিত)	৮	৮২	১৫২,০০০	১২১,৬৬০	৮০%	১৩,৩৪৫	১০.৯৬%	প্রযোজ্য নয়
১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৮ (মৌখিক)	-	৮২	১৩,৩৪৫	১২,৯০১	৯৬.৬৭%	১১,১৩০	৮৬.২৭%	জেলা শিক্ষা অফিস
১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯ (প্রিলিমিনারি)	২৪	৪	১,১৭৬,১৯৬	৯৫৯,৭২৭	৮১.৫৯%	২২৮,৭০০	২৩.৮৩%	প্রযোজ্য নয়
১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯ (লিখিত)	৮	১০৩	২২৮,৭০০	১৫৪৬৬৫	৬৭.৬৩%	২২৩৯৮	১৪.৪৮%	প্রযোজ্য নয়
১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯ (মৌখিক)	-	১০৩	২২,৩৯৮	২০,১৩১	৮৯.৮৮%	১৮,৫৫০	৯২.১৫%	জেলা শিক্ষা অফিস

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এনটিআরসিএ'র অবদান

জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নের অংশ হিসেবে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার মান উন্নয়নে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নিরপেক্ষতার সাথে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে চলেছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দক্ষ, মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করতে না পারলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হবে না। এ প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শূন্য পদের চাহিদা সংগ্রহ, সামগ্রিক পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা ও ফলাফল প্রকাশ, জাতীয় মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক নির্বাচন করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রবেশ পর্যায়ের (Entry Level) শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হচ্ছে। সম্পূর্ণ অটোমেশন পদ্ধতিতে এনটিআরসিএ ২০২১ সাল পর্যন্ত ৮০,৫৭৮ জন শিক্ষককে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদান করে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে এ বিপুল সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ সুপারিশের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব হ্রাসে সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে এনটিআরসিএ অন্যতম নিয়ামক ভূমিকা পালন করে আসছে। সেবা প্রত্যাশীগণ স্বল্প সময়ে, স্বল্প খরচে, স্বল্প সাক্ষাতে তাদের কাঙ্খিত সেবা উপভোগ করছে। ফলশ্রুতিতে সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বেকারত্ব হ্রাস, শিক্ষার মানোন্নয়ন, ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রবর্তন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স-এর মতো পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগ সুপারিশে নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখতে এ প্রতিষ্ঠান দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চেয়ারম্যান, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ

এবং

সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০২১-জুন ৩০, ২০২২

সেকশন-১

দপ্তর/সংস্থার রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মেধাভিত্তিক শিক্ষক বাছাই নিশ্চিতকরণ।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

দেশব্যাপী স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত ও কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ, নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের প্রত্যয়নপত্র প্রদান, শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ শেষে সম্মিলিত জাতীয় মেধা তালিকা হালনাগাদকরণ এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ, শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অনলাইনে ই-রিকুইজিশন গ্রহণ এবং প্রাপ্ত শূন্য পদের বিপরীতে অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ করে নিবন্ধন সনদধারী প্রার্থীদের মধ্য হতে এন্ট্রি লেভেলে মেধার ভিত্তিতে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে সেরা প্রার্থীকে শূন্য পদের বিপরীতে নির্বাচন করে যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষক দ্বারা দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন।

১.৩ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১.৩.১ দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা স্বচ্ছ, মানসম্মত ও সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্তকরণ।

২. দক্ষ ও মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিতকরণ।

৩. প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিতকরণ।

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক-চাহিদা নিরূপণ;

২. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকগণের জন্য একটি জাতীয় শিক্ষামান নির্ধারণ;

৩. শিক্ষক হতে আগ্রহী প্রার্থীগণের অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠান;

৪. উত্তীর্ণ প্রার্থীদের একটি মেধাভিত্তিক তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং তাদের নিবন্ধনপূর্বক সনদ প্রদান;

৫. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এন্ট্রি লেভেলে শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণের জন্য প্রার্থী বাছাইকরণ ও নিয়োগের সুপারিশকরণ;

৬. এনটিআরসিএ-তে কর্মরত সকলের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি;

৭. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি;

৮. সেবা সহজিকরণ ও ডিজিটালাইজেশন।

সেকশন-২

বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	একক	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২২	প্রক্ষেপন		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণের হার বৃদ্ধি	শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণের হার	%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর	জেলা শিক্ষা অফিসারের প্রতিবেদন
কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি	কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির হার	%	১০০%	৯৫%	১০০%	১০০%	১০০%	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর	জেলা শিক্ষা অফিসারের প্রতিবেদন
এনটিআরসিএ'র কর্মদক্ষতা, স্বচ্ছতা ও গুনগত মান বৃদ্ধি করা	কর্মদক্ষতা, স্বচ্ছতা ও গুনগত মান বৃদ্ধি করা	%	-	-	১০০%	১০০%	১০০%	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর	জেলা শিক্ষা অফিসারের প্রতিবেদন

- সাময়িক (Provisional) তথ্য

সেকশন-২

কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	লক্ষ্যমাত্রা /নির্ণায়ক ২০২১-২২					প্রক্ষেপন ২০২২-২৩	প্রক্ষেপন ২০২৩-২৪
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
[১] শিক্ষক নিবন্ধন পদ্ধতি স্বচ্ছ, মানসম্মত ও সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্তকরণ	২৫	[১] শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও প্রার্থীদের নিকট হতে Online এ আবেদন গ্রহণ	[১.১.১] প্রাপ্ত আবেদন	সমষ্টি	সংখ্যা	২	৮৭৬০৩৩		১০০০০০০	৮২০০০০	৭৭০০০০	৬৬০০০০	৫৮০০০০	১০৫০০০০	১১০০০০ ০
		[১.২] প্রার্থীদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকাশ	[১.২.১] আবেদন প্রাপ্তি ও পরীক্ষা গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়	সমষ্টি	দিন	৪	১১০		১০০	১১০	১২০	১৩০	১৪০	১০০	৮০
			[১.২.২] প্রিলিমিনারি পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়	সমষ্টি	দিন	৪	৩০		৩০	৪০	৫০	৬০	৭০	৩০	৩০
		[১.৩] প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকাশ	[১.৩.১] প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ও লিখিত পরীক্ষার মধ্যবর্তী সময়	সমষ্টি	দিন	৪	৯৮		৯৫	৯৫	১০৫	১১৫	১২৫	৮৫	৮০
			[১.৩.২] পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়	সমষ্টি	দিন	৪	৪৫		৬০	৮৫	৯৫	১০৫	১১৫	৪৫	৪৫

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	লক্ষ্যমাত্রা /নির্ণায়ক ২০২১-২২					প্রক্ষেপন ২০২২-২৩	প্রক্ষেপন ২০২৩-২৪
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
		[১.৪] লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ শেষে পদভিত্তিক মেধাতালিকা প্রণয়ন, প্রকাশ ও সনদ প্রদান	[১.৪.১] লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়	সমষ্টি	দিন	৩	১০০		১১০	১২০	১৩০	১৪০	১৫০	১০৫	১০০
			[১.৪.২] পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়	সমষ্টি	দিন	২	৬৯		৩০	৪০	৫০	৬০	৭০	৩০	৩০
			[১.৪.৩] পরীক্ষার ফল প্রকাশ ও সনদপত্র প্রদানের মধ্যবর্তী সময়	সমষ্টি	দিন	২	৭৫		৯০	১০০	১১০	১২০	১৩০	৯০	৯০
এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
[২] দক্ষ ও মান সম্মত নিয়োগ নিশ্চিতকরণ	২৫	[২.১] বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শূন্য শিক্ষক পদে জেলাওয়ারী বাৎসরিক হিসাব সংগ্রহ	[২.১.১] নির্দিষ্ট সময়ে শূন্য পদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	তারিখ	তারিখ	৫	৩০.১০.১৯		৩০.১১.২১	১৫.০৫.২২	২৫.০৫.২২	৩১.০৫.২২	২৮.০৬.২২	২৬.০৬.২৩	২৫.০৬.২৪
		[২.২] শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে শূন্য পদে নিয়োগের জন্য অধিযাচন গ্রহণ ও তা অনলাইনে প্রকাশ	[২.২.১] অধিযাচন গ্রহণ ও অনলাইনে প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়	সমষ্টি	দিন	৬	৪০		৪০	৪৫	৫০	৫৫	৬০	৩৯	৩৮

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	লক্ষ্যমাত্রা /নির্ণায়ক ২০২১-২২					প্রক্ষেপন ২০২২-২৩	প্রক্ষেপন ২০২৩-২৪
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
		[২.৩] সনদধারী আগ্রহী শিক্ষক প্রার্থীদের নিকট হতে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও তা যাচাই-বাছাই শেষে সুপারিশ যোগ্য তালিকা প্রণয়ন	[২.৩.১] আবেদন গ্রহণ ও নিয়োগ সুপারিশের জন্য চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন	সমষ্টি	দিন	৬	৪০		৪০	৪৫	৫০	৫৫	৬০	৩৯	৩৮
		[২.৪] বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদ পূরণের নিমিত্ত সুপারিশকরণ	[২.৪.১] নিয়োগের সুপারিশকরণ	সমষ্টি	সংখ্যা	৮	৩৬১৫		১০০০০	৭০০০	৫০০০	৪০০০	২০০০	১২০০০	১৫০০০
[৩] প্রশাসনিক কার্যক্রম স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিতকরণ	২০	[৩.১] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[৩.১.১] প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	সমষ্টি	জন ঘন্টা	৬	৫০		৬০	৪০	৩০	২০	১০	০৫	১০
		[৩.২] এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান	[৩.২.১] ন্যূনতম একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদান	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০		১	০	০	০	০	১	১
		[৩.৩] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[৩.৩.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পন্ন	সমষ্টি	%	৬	১০০		১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০	১০০

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	লক্ষ্যমাত্রা /নির্ণায়ক ২০২১-২২					প্রক্ষেপন ২০২২-২৩	প্রক্ষেপন ২০২৩-২৪
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
		[৩.৪] বাজেট বাস্তবায়ন	[৩.৪.১] বাজেট বাস্তবায়ন করা	সমষ্টি	%	৩	১০০		১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০	১০০
		[৩.৫] অডিট আপত্তি নিস্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.৫.১] নিস্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি	সমষ্টি	%	৩	৫০		৫০	৪০	৩০	২০	১০	৫০	৫০
সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
[২] দক্ষ ও মান সম্মত নিয়োগ নিশ্চিতকরণ	৩০	[১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রম পুঞ্জিকৃত	প্রাপ্ত নম্বর										
		[১.২] ই-গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.২.১] গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রম পুঞ্জিকৃত	প্রাপ্ত নম্বর										
		[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রম পুঞ্জিকৃত	প্রাপ্ত নম্বর										
		[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রম পুঞ্জিকৃত	প্রাপ্ত নম্বর										
		[২.৪] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.৪.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রম পুঞ্জিকৃত	প্রাপ্ত নম্বর										

আমি, চেয়ারম্যান, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় হিসাবে চেয়ারম্যান, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

২৭/৬/২০২১

চেয়ারম্যান
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ

২৭ জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

তারিখ

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

27/6/2021

তারিখ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেনের সঙ্গে এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান-এর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর।

এনটিআরসিএ’র বিভিন্ন কার্যক্রম সভা, সেমিনার ও দিবসের ছবিসমূহ

নির্বাহী বোর্ড সভা

এনটিআরসিএ'র নির্বাহী বোর্ড সভা

এনটিআরসিএ'র নির্বাহী বোর্ড সভা

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয় অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয় অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা-২০২১-২০২২ উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ।

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয় অবহিতকরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব)।

১৫ আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ৪৬ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও শোকদিবস

১৫ আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ৪৬ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও শোকদিবসে পুস্পস্তবক অর্পণ করছেন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান এবং কর্মকর্তাবৃন্দ।

১৫ আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ৪৬ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও শোকদিবসে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে জাতির পিতার লিখিত বই 'আমার দেখা নয়াচীন' প্রদান করছেন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

১৫ আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ৪৬ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও শোকদিবসে আলোচনা সভায় এনটিআরসিএ'র সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

১৫ আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ৪৬ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও শোকদিবসে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান।

১৫ আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ৪৬ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও শোকদিবসে দোয়া অনুষ্ঠান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ১০১ তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন

বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ১০১ তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ১০১ তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত কেক কাটার আয়োজন।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বক্তব্য রাখছেন এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব)।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বক্তব্য রাখছেন এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব)।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তাদের ফটোসেশন।

এনটিআরসিএ কর্তৃক আয়োজিত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে মুক্ত আলোচনা করছেন এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

এনটিআরসিএ কর্তৃক আয়োজিত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে হুইল চেয়ার বিতরণ অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করছেন জনাব শারমিন সুলতানা, সহকারী (প্রশাসন)।

এনটিআরসিএ কর্তৃক আয়োজিত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে হুইল চেয়ার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জনাব এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন, সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন)।

এনটিআরসিএ কর্তৃক আয়োজিত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে হুইল চেয়ার বিতরণ অনুষ্ঠানে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ করছেন এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব) ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

এনটিআরসিএ কর্তৃক আয়োজিত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে হুইল চেয়ার বিতরণ অনুষ্ঠানে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ শেষে এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব) ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে ফটোসেশন।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে
স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান মহোদয়সহ অন্যান্য কর্মকর্তা এবং রেড ক্রিসেন্টের সদস্যবৃন্দ।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি স্বেচ্ছায় রক্তদান করছেন এনটিআরসিএ'র সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব এ এস এম জাকির হোসেন (যুগ্মসচিব) এবং উপপরিচালক জনাব মোঃ রুহুল কুদ্দুস চৌধুরী)।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রচনা প্রতিযোগিতা

এনটিআরসিএ কর্তৃক আয়োজিত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রচনা প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব) এবং সভাপতি জনাব মোবারেকা খালেদ, প্রধান শিক্ষক, মগবাজার গার্লস হাইস্কুল, ঢাকা-এর উপস্থিতিতে আলোচনা অনুষ্ঠানে এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তাবৃন্দ।

এনটিআরসিএ কর্তৃক আয়োজিত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রচনা প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব) এবং সভাপতি জনাব মোবারেকা খালেদ, প্রধান শিক্ষক, মগবাজার গার্লস হাইস্কুল, ঢাকা-এর উপস্থিতিতে আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জনাব তাহসিনুর রহমান, পরিচালক (উপসচিব)।

এনটিআরসিএ কর্তৃক আয়োজিত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রচনা প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব) এবং সভাপতি জনাব মোবারেকা খালেদ, প্রধান শিক্ষক, মগবাজার গার্লস হাইস্কুল, ঢাকা-এর উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের মাঝে রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এনটিআরসিএ কর্তৃক আয়োজিত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রচনা প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব) এবং সভাপতি জনাব মোবারেকা খালেদ, প্রধান শিক্ষক, মগবাজার গার্লস হাইস্কুল, ঢাকা-এর উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ফটোসেশন।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করছেন এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন ও প্রতিবন্ধীদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা পরিদর্শন করছেন এনটিআরসিএ'র সদস্য, সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ উপলক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর ও এনটিআরসিএ'র মধ্যে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা সভা

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ উপলক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর ও এনটিআরসিএ'র মধ্যে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা এবং নথি পর্যালোচনা

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন ঘোষণা করছেন এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব)।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক প্রশিক্ষণে এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ।

অফিস ব্যবস্থাপনা ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ-২০২১

অফিস ব্যবস্থাপনা ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ-২০২১-এর উদ্বোধন ঘোষনা করছেন এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব)

অফিস ব্যবস্থাপনা ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ-২০২১

অফিস ব্যবস্থাপনা ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ-২০২১ (পিপিআর) বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন জনাব মৌসুমী হাবিব (উপসচিব), মেট্রোরেল প্রকল্প, BMRTDP

ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ উদ্বোধন ঘোষণা করছেন এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব)।

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণে এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের সিলেবাস প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ বিষয়ক কর্মশালা-২০২১

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের সিলেবাস প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ বিষয়ক কর্মশালা-২০২১ উদ্বোধন ঘোষনা করছেন এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব)।

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের সিলেবাস প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ বিষয়ক কর্মশালা-২০২১ এ বক্তব্য রাখছেন এনটিআরসিএ'র সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন) জনাব এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন (যুগ্মসচিব)।

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের সিলেবাস প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ বিষয়ক কর্মশালা-২০২১।

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের সিলেবাস প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ শীর্ষক রিভিউ কর্মশালা-২০২১-এ শুভ উদ্বোধন করছেন এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব)।

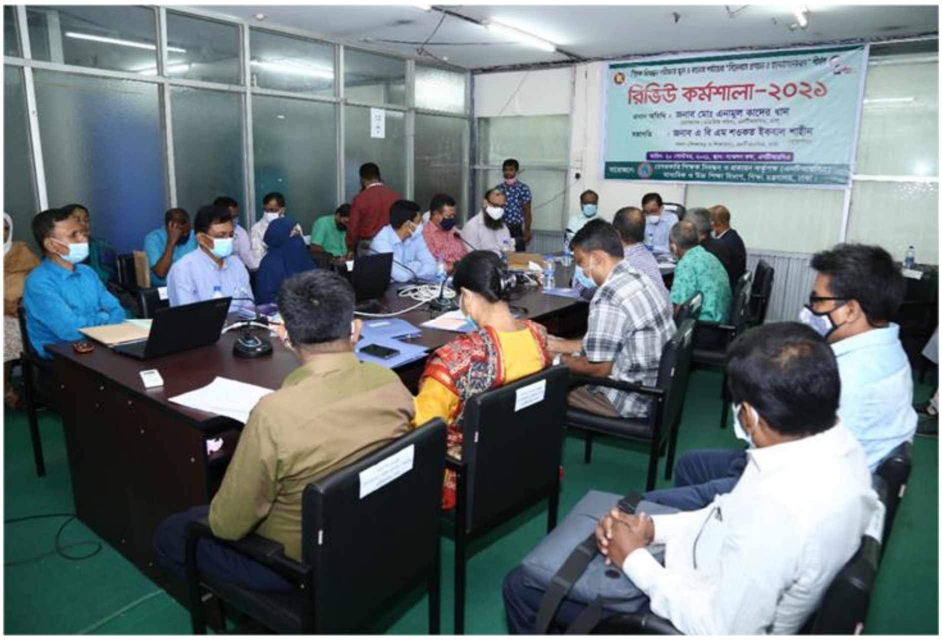

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের সিলেবাস প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ শীর্ষক রিভিউ কর্মশালা-২০২১-এ আগত অতিথিদের সঙ্গে আলোচনায় এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব)।

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের সিলেবাস প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ শীর্ষক রিভিউ কর্মশালা-২০২১-এ আগত অতিথিদের সঙ্গে আলোচনায় এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব)।

তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডারদের অবহিতকরণ কর্মশালা

এনটিআরসিএ কর্তৃক আয়োজিত তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের অবহিতকরণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব)। (স্থান: সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ)।

এনটিআরসিএ কর্তৃক আয়োজিত তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের অবহিতকরণ কর্মশালায় সঞ্চালনা করছেন এনটিআরসিএ'র সহকারী পরিচালক, প্রশাসন জনাব শারমিন সুলতানা। (স্থান : সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ)

এনটিআরসিএ কর্তৃক আয়োজিত গণশুনানি-তে অংশগ্রহণকারী স্টেকহোল্ডারদের একাংশ, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

এনটিআরসিএ কর্তৃক আয়োজিত গণশুনানি-তে অংশগ্রহণকারী স্টেকহোল্ডারদের মাঝে বক্তব্য রাখছেন এনটিআরসিএ'র সদস্য জনাব এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন (যুগ্মসচিব), সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ২০২১-২০২২

তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২০২১-২২-এ বক্তব্য রাখছেন এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব)।

তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২০২১-২০২২-এ উপস্থিত এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রভাষক ও সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগপত্র ও নিয়োগ সুপারিশপত্র প্রদান অনুষ্ঠানের খন্ডচিত্র

সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রভাষক ও সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগপত্র ও নিয়োগ সুপারিশপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি. এর সাথে ভার্চুয়াল সভায় এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তাবৃন্দ।

সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রভাষক ও সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগপত্র ও নিয়োগ সুপারিশপত্র প্রদান অনুষ্ঠান

সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রভাষক ও সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগপত্র ও নিয়োগ সুপারিশপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি এবং জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর উপস্থিতিতে এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তাবৃন্দ।

সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রভাষক ও সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগপত্র ও নিয়োগ সুপারিশপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি এবং জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারি শিক্ষকদের নিয়োগপত্র ও নিয়োগ সুপারিশপত্র প্রদান করছেন।

সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রভাষক ও সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগপত্র ও নিয়োগ সুপারিশপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি এবং শিক্ষা সচিব জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ-বেসরকারি শিক্ষকদের মাঝে নিয়োগপত্র ও নিয়োগ সুপারিশপত্র প্রদান করছেন।

সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রভাষক ও সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগপত্র ও নিয়োগ সুপারিশপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি এবং শিক্ষা সচিব জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ-বেসরকারি শিক্ষকদের নিয়োগপত্র ও নিয়োগ সুপারিশপত্র প্রদান করছেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২০২১-২০২২

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২০২১-২০২২ -এ শুভ উদ্বোধন ও স্বাগত বক্তব্য রাখছেন এনটিআরসিএ’র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব)।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২০২১-২০২২ -এ উপস্থিত এনটিআরসিএ’র কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান-২০২০-২১

জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব)-এর নিকট হতে সনদ গ্রহণ করছেন জনাব এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন, সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন), এনটিআরসিএ।

জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব)-এর নিকট হতে সনদ গ্রহণ করছেন জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান, সচিব (উপসচিব), এনটিআরসিএ।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ-২০২১-২০২২

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ-২০২১-২২-এ শুভ উদ্বোধন ও স্বাগত বক্তব্য রাখছেন এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব)।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ-২০২১-২২-এ বক্তব্য রাখছেন এনটিআরসিএ'র সচিব (উপসচিব) জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান।

এনটিআরসিএ সম্পর্কে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রিন্ট/ইলেট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রকাশিত রিপোর্ট

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ
প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ
The Daily Janakantha
নগর সংস্করণ
শনিবার ৮ মাঘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ ১৮ জমাদিউস সানি ১৪৪৩ হিজরী ২২ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ বর্ষ ২৯ সংখ্যা ৩২৪ পৃষ্ঠা ১৬। মূল্য ১০ টাকা www.dailyjanakantha.com, w

উচ্চারণ বিভ্রাটে...

স্রেফ উচ্চারণ বিভ্রাট। তাতেই কটাক্ষের বন্যা! ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উচ্চারণ বিভ্রাটে 'বেটি পড়াও' শুনে মনে হচ্ছে 'বেটি পটাও'। ব্যাস, তাতেই অনলাইনে মিমের বন্যা। কটাক্ষের ছড়াছড়ি। এক আন্তর্জাতিক মঞ্চে বর্ক্তৃতা দিতে গিয়ে টেলিপ্রম্পটার বিভ্রান্তিতে (৬ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

নিয়োগের চূড়ান্ত সুপারিশ পেলেন ৩৪ হাজার শিক্ষক

স্টাফ রিপোর্টার ॥ শিক্ষক পদে নিয়োগে প্রাথমিক সুপারিশ দেয়ার সাত মাস পর চূড়ান্ত সুপারিশ পেলেন ৩৪ হাজার ৭৩ জন প্রার্থী। শুক্রবার দুপুরে বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। টেলিটকের ওয়েবসাইট থেকে প্রার্থীরা সুপারিশপত্র ডাউনলোড করতে পারছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, তৃতীয় গণবিজ্ঞপ্তির আওতায় ৩৮ হাজার ২৮৩ জন প্রার্থীকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী পুলিশ ভেরিফিকেশন চলমান অবস্থায় ৩৪ হাজার ৭৩ জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য প্রাথমিক সুপারিশ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট প্রার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এসএমএস *(১৫ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)*

নিয়োগের চূড়ান্ত

(১৬-এর পৃষ্ঠার পর)

যোগে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রার্থী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সুপারিশপত্র ডাউনলোড করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সুপারিশপত্রে উল্লেখিত তারিখের মধ্যে যোগদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

এতে আরও বলা হয়, অবশিষ্ট প্রার্থীদের মধ্যে ৪ হাজার ১৯৮ জনকে ভি আর ফরম প্রেরণ না করায়, ৯ জনকে প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণ হওয়ায় এবং ৩ জনকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ১০নং শর্ত ভঙ্গ করে মহিলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শরীর চর্চা শিক্ষক পদে আবেদন করায় মোট ৪ হাজার ২১০ জন প্রার্থীকে সুপারিশ করা হয়নি। যেসব প্রার্থীকে

উচ্চারণ বিভ্রাটে...
স্রেফ উচ্চারণ বিভ্রাট। তাতেই কটাক্ষের বন্যা! ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উচ্চারণ বিভ্রাটে 'বেটি পড়াও' শুনে মনে হচ্ছে 'বেটি পটাও'। ব্যাস, তাতেই অনলাইনে মিমের বন্যা। কটাক্ষের ছড়াছড়ি। এক আন্তর্জাতিক মঞ্চে বক্তৃতা দিতে গিয়ে টেলিপ্রম্পটার বিভ্রান্তিতে
(৬ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন

দৈনিক জনকণ্ঠ

প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ

নগর সংস্করণ

The Daily Janakantha

শনিবার ৮ মাঘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ ১৮ জমাদিউস সানি ১৪৪৩ হিজরী ২২ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ বর্ষ ২৯ সংখ্যা ৩২৪ পৃষ্ঠা ১৬ ॥ মূল্য ১০ টাকা www.dailyjanakantha.com, w

সুপারিশ করা হয়নি তাদের তালিকা এনটিআরসিএর ওয়েবসাইটে ৩য় গণবিজ্ঞপ্তি নামক সেবা বক্সে দেখা যাবে।

গতবছরের ৩০ মার্চ তৃতীয় ধাপে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৫৪ হাজার ৩০৪ জন শিক্ষক নিয়োগে তৃতীয় গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এনটিআরসিএ। গণবিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৫৪ হাজার ৩০৪টি শূন্যপদের মধ্যে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে ৩১ হাজার ১০১টি পদ রয়েছে। এরমধ্যে এমপিওভুক্ত পদ ২৬ হাজার ৮৩৮টি। আর মদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানে শূন্যপদ ২০ হাজার ৯৯৬টি। এরমধ্যে ১৯ হাজার ১৫৪টি এমপিওভুক্ত। আর ২ হাজার ২০৭টি এমপিও পদ রিট মামলায় অংশ নেয়াদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়।

৫১ হাজার ৭৬১টি পদে সুপারিশ করার কথা থাকলেও গতবছরের ১৫ জুলাই সুপারিশ করা হয়েছে ৩৮ হাজার ২৮৬ জন প্রার্থী নিয়োগে। তাদের মধ্যে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে ৩৪ হাজার ৬১০ জন এবং ননএমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে তিন হাজার ৬৭৬ জন। আর ৮ হাজার ৪৪৮টি পদে কোন আবেদন না পাওয়ায় এবং ৬ হাজার ৭৭৭টি নারী কোটায় প্রার্থী না পাওয়ায় ১৫ হাজার ৩২৫টি পদে ফল দেয়নি এনটিআরসি।

যেসব প্রার্থী ভি রোল ফরম প্রেরণ করেননি তাদের আগামী ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এনটিআরসিএ অফিসে সরাসরি অথবা রেজিস্ট্রার্ড ডাকযোগে জমা দেয়ার অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় তাদের প্রাথমিক নির্বাচন বাতিল করা হবে। সুপারিশপত্র ডাউনলোড করতে এখানে ক্লিক করুন http://103.230.104.210:8088/ntrca/c3/app/getres.html

শনিবার **কালের কণ্ঠ**

ঢাকা । ২২ জানুয়ারি ২০২২ । ৮ মাঘ ১৪২৮ । ১৮ জমাদিউস সানি ১৪৪৩ । বর্ষ ১৩ । সংখ্যা ১৩

চূড়ান্ত সুপারিশপত্র পেলেন ৩৪ হাজার শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক পদে ৩৪ হাজার ৭৩ জন প্রার্থীকে চূড়ান্ত সুপারিশপত্র দিয়েছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। এরই মধ্যে প্রার্থীদের খুদে বার্তা দিয়ে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

প্রার্থীরা নির্ধারিত ওয়েবসাইটে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করে তাঁদের সুপারিশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। গতকাল শুক্রবার এনটিআরসিএর এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

জানা যায়, বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য ৩৮ হাজার ২৮৩ জন প্রার্থীকে প্রাথমিক সুপারিশ করেছিল এনটিআরসিএ। এরই মধ্যে চার হাজার ২১০ জন প্রার্থী সুপারিশ পাননি। এঁদের চার হাজার ১৯৮ জন পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম পাঠাননি। আর ৯ জনের প্রতিষ্ঠান সরকারি হয়েছে এবং তিনজন নারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শরীরচর্চা শিক্ষক পদে আবেদন করার বিধি অনুযায়ী তাঁদের চূড়ান্ত সুপারিশ করা হয়নি। তাই ৩৪ হাজার ৭৩ জন প্রার্থীকে চূড়ান্ত সুপারিশ দেওয়া হয়েছে।

এনটিআরসিএ আরো জানিয়েছে, যেসব প্রার্থী পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম পাঠাননি তাঁদের ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তা পূরণ করে সরকারি বা ডাকযোগে এনটিআরসিএ অফিসে পাঠাতে হবে।

২০২১ সালের ৩০ মার্চ শিক্ষক নিয়োগের গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার পর আবেদন গ্রহণ করে ১৫ জুলাই প্রাথমিক সুপারিশপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ফল ঘোষণা করা হয়। ফল ঘোষণার প্রায় ছয় মাসেও যোগদান সম্পন্ন হয়নি। বর্তমানে তাঁদের পুলিশ ভেরিফিকেশন চলমান। এসব প্রার্থী বারবার তাঁদের দ্রুত যোগদান করানোর দাবি জানাচ্ছিলেন। এ পরিস্থিতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় পুলিশ ভেরিফিকেশন চলমান থাকা অবস্থায় তাঁদের সুপারিশপত্র প্রকাশ করা হলো।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার | বর্ষ ১২ সংখ্যা ৩০২ ■ ঢাকা ■ ৮ মাঘ ১৪২৮ ■ ১৮ জমাদিউস সানি ১৪৪৩ ■ ১২ পৃষ্ঠা ৫ টাকা ■ দ্বিতীয় সংস্করণ | ২২ জানুয়ারি ২০২২

৩৪ হাজার ৭৩ শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশপত্র দিল এনটিআরসিএ

নিজস্ব প্রতিবেদক

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৩৪ হাজার ৭৩ জন প্রার্থী নিয়োগের চূড়ান্ত সুপারিশপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। টেলিটকের ওয়েবসাইট থেকে প্রার্থীরা সুপারিশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল এ তথ্য জানানো হয়। প্রার্থীদের মোবাইলে মেসেজ দিয়ে ইতোমধ্যে চূড়ান্ত সুপারিশের বিষয়টি জানিয়েছে এনটিআরসিএ। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী পুলিশ ভেরিফিকেশন চলমান অবস্থায় প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য প্রাথমিক সুপারিশ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রার্থী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সুপারিশপত্র ডাউনলোড করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সুপারিশপত্রে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে যোগদান করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। অবশিষ্ট প্রার্থীদের মধ্যে ৪ হাজার ১৯৮ জনকে ভিআর ফরম প্রেরণ না করায়, ৯ জনকে প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ হওয়ায় এবং ৩ জনকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ১০ নং শর্ত ভঙ্গ করে মহিলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শরীর চর্চা শিক্ষক পদে আবেদন করায় সুপারিশ করা হয়নি। যেসব প্রার্থীকে সুপারিশ করা হয়নি তাদের তালিকা ওয়েব সাইটে দেওয়া হয়েছে।

যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে

● সংখ্যা ২২৬ ● বছর ১৬ ● রেজি: নং-১২৯৩ ঢাকা শনিবার, জানুয়ারি ২২, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ : মাঘ ৮, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ : ১৮ জমাদিউস সানি, ১৪৪৩ হিজরি

৩৪ হাজার শিক্ষকের নিয়োগ চূড়ান্ত

■ যাযাদি রিপোর্ট

শিক্ষক পদে নিয়োগে প্রাথমিক সুপারিশ দেওয়ার সাত মাস পর চূড়ান্ত সুপারিশ পেলেন ৩৪ হাজার ৭৩ জন প্রার্থী। তাদের নিয়োগের চূড়ান্ত সুপারিশ শুক্রবার দুপুরে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। পরবর্তীতে এসএমএস দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন এনটিআরসিএ'র সচিব মো. ওবাইদুর রহমান।

এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২) ফৌজিয়া জাফরীন গণমাধ্যমকে জানান, এখন থেকে পুলিশ ভেরিফিকেশনের পাশাপাশি প্রাথমিক সুপারিশপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিয়োগের সুপারিশ দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগের পর তার বিরুদ্ধে পুলিশ ভেরিফিকেশনে আপত্তিকর কিছু এলে নিয়োগ বাতিল হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে এনটিআরসিএকে বলা হয়েছে।

গত বছরের ৩০ মার্চ তৃতীয় ধাপে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৫৪ হাজার ৩০৪ জন শিক্ষক নিয়োগে তৃতীয় গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এনটিআরসিএ।

নতুন ধারার দৈনিক

www.facebook.com/amadersomoy https://twitter.com/amadershomoy www.dainikamadershomoy.com

আমাদের সময়

ঘটাংঘট ৯
তিশনের জাদুর কলম

নগর সংস্করণ

শনিবার ঢাকা, ২২ জানুয়ারি ২০২২, ৮ মাঘ ১৪২৮, ১৮ জমাদিউস সানি ১৪৪৩, বর্ষ ১৭ সংখ্যা ২৮[illegible]

১২ পৃষ্ঠা ৫ টাকা

চূড়ান্ত সুপারিশপত্র পেলেন ৩৪ হাজার ৭৩ শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদক •

নিয়োগের জন্য চূড়ান্ত সুপারিশপত্র পেলেন ৩৪ হাজার ৭৩ জন শিক্ষক। পুলিশ ভেরিফিকেশন (পুলিশি যাচাই) চলা অবস্থায় ৩৮ হাজার ২৮৩ প্রার্থীর মধ্যে ৩৪ হাজার ৭৩ জনের বিষয়ে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। গতকাল শুক্রবার দুপুরে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) এবিএম শওকত ইকবাল শাহীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। টেলিটকের ওয়েবসাইট থেকে প্রার্থীরা সুপারিশপত্র ডাউনলোড করতে পারছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, তৃতীয় গণবিজ্ঞপ্তির আওতায় ৩৮ হাজার ২৮৩ প্রার্থীকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী পুলিশ ভেরিফিকেশন চলমান অবস্থায় ৩৪ হাজার ৭৩ প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য প্রাথমিক সুপারিশ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ■ এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৬

চূড়ান্ত সুপারিশপত্র

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) প্রার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এসএমএসযোগে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সুপারিশপত্র ডাউনলোড করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সুপারিশপত্রে উল্লেখিত তারিখের মধ্যে যোগদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

এতে আরও বলা হয়, অবশিষ্ট প্রার্থীদের মধ্যে ৪ হাজার ১৯৮ জনকে ভিআর ফরম প্রেরণ না করায়, ৯ জনকে প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ হওয়ায় এবং ৩ জনকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ১০নং শর্ত ভঙ্গ করে মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শরীরচর্চা শিক্ষক পদে আবেদন করায় মোট ৪ হাজার ২১০ প্রার্থীকে সুপারিশ করা হয়নি। যেসব প্রার্থীকে সুপারিশ করা হয়নি তাদের তালিকা এনটিআরসিএর ওয়েবসাইটে ৩য় গণবিজ্ঞপ্তি নামক সেবা বক্সে দেখা যাবে।

যেসব প্রার্থী ভি রোল ফরম প্রেরণ করেননি তাদের আগামী ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এনটিআরসিএ অফিসে সরাসরি অথবা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে জমা দেওয়ার অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় তাদের প্রাথমিক নির্বাচন বাতিল করা হবে।

http://103.230.104.210:8088/ntrca/c3/app/getres.html >> এই লিংকে ক্লিক করে সুপারিশপত্র ডাউনলোড করা যাবে।

নতুন ধারার দৈনিক
www.facebook.com/amadersomoy https://twitter.com/amadershomoy www.dainikamadershomoy.com
আমাদের সময়
নগর সংস্করণ
সোমবার ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি ২০২২, ১০ মাঘ ১৪২৮, ২০ জমাদিউস সানি ১৪৪৩, বর্ষ ১৭ সংখ্যা ২৯৯
১২ পৃষ্ঠা ৫ টাকা

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

৩৪ হাজার শিক্ষক নিয়োগে সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক পদে নিয়োগে প্রাথমিক সুপারিশ পাওয়া ৩৪ হাজার ৭৩ জন প্রার্থীর সুপারিশপত্র প্রকাশ করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। ইতোমধ্যে প্রার্থীদের এসএমএস দিয়ে সুপারিশের বিষয়টি জানানো হয়েছে। গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, পুলিশ ভেরিফিকেশন কার্যক্রম চলমান অবস্থায় এই ৩৪ হাজার ৭৩ জন প্রার্থীকে ■ এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৩

৩৪ হাজার শিক্ষক

(শেষ পৃষ্ঠার পর) সুপারিশ করা হলো। এনটিআরসিএর ওয়েবসাইটে প্রার্থীরা ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করে তাদের সুপারিশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। যেসব প্রার্থী পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম পাঠাননি, তাদের ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তা পূরণ করে সরকারি বা ডাকযোগে এনটিআরসিএ অফিসে পাঠাতে হবে।

জানা গেছে, ৩৮ হাজার ২৮৩ জন প্রার্থীকে প্রাথমিক সুপারিশ করেছিল এনটিআরসিএ। এদের মধ্যে ৪ হাজার ২১০ জন প্রার্থী সুপারিশ পাননি। এদের ৪ হাজার ১৯৮ জন পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম পাঠাননি। আর ৯ জনের প্রতিষ্ঠান সরকারি হয়েছে এবং নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শরীরচর্চা শিক্ষক পদে আবেদন করা তিনজন বিধিভঙ্গ করেন।

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২

আমাদের বার্তা

ঢাকা
বর্ষ ০৮
সংখ্যা ২৬৯
রেজিঃ নং ডিএ-৬২৬৬

দৈনিক আমাদের বার্তা
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

মাদরাসায় শিক্ষক পদে আবেদন করতে পারছেন না অমুসলিমরা!

■ এনামুল হক প্রিন্স

সরকার নিয়ন্ত্রিত আলিয়া মাদরাসার আইসিটি বিষয়ের শিক্ষক হওয়ার আবেদন করতে পারছেন না অমুসলিমরা। সম্প্রতি প্রকাশিত বিশেষ গণবিজ্ঞপ্তি অনুসারে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৫ হাজারের বেশি শিক্ষক নিয়োগের আবেদন নিচ্ছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। অনলাইনে আবেদন করতে গিয়ে তারা দেখতে পাচ্ছেন, শুধু মুসলিম প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন। গতকাল বুধবার দৈনিক আমাদের বার্তার পক্ষ থেকে বিষয়টি নজরে আনা হলে এনটিআরসিএর কর্তা ব্যক্তিরাও বিব্রত হন। তারা এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন বলে দৈনিক আমাদের বার্তাকে আশ্বস্ত করেন। তারা জানান, অনলাইনে আবেদন করার সফটওয়্যারটি অন্য একটি সরকারি সংস্থার, এনটিআরসিএর নয়।

জানা গেছে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের অনলাইন আবেদন গ্রহণ ও প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়ায় এনটিআরসিএকে কারিগরি সহায়তা দেয় টেলিটক। মূলত তাদের তৈরি করা সফটওয়্যারেই প্রার্থীদের নিয়োগের আবেদন নেয়া হয়।

দেবাশীষ বিশ্বাস নামের একজন প্রার্থী দৈনিক আমাদের বার্তাকে অভিযোগ করে বলেন, বিশেষ গণবিজ্ঞপ্তিতে বিভিন্ন স্কুল কলেজে আইসিটি শিক্ষক পদ বেশি। কিন্তু বুধবার সকাল থেকে মাদরাসায় আইসিটি প্রভাষক হিসেবে নিয়োগের আবেদন করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছি। সিস্টেম নোটিফিকেশনে বলা হচ্ছে, 'শুধু মুসলিম প্রার্থীরা এ পদে আবেদন করতে পারবেন।'

তিনি আরও বলেন, আমি ৬ মাসের ডিপ্লোমা করে আবেদন করছি না। ১৬তম নিবন্ধনে তিনি উত্তীর্ণ জানিয়ে ওই প্রার্থী আরও বলেন, আমি অনার্স মাস্টার্স করে নিবন্ধিত। কিন্তু আমি আবেদন করতে গেলে মাদরাসায়

২-এর পাতায় দেখুন

মাদরাসায় শিক্ষক

প্রথম পাতার পর

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আবেদন নেয়া হচ্ছে না। এই প্রার্থী আরও জানান, ১৫০টি মাদরাসায় আইসিটি প্রভাষক পদ শূন্য আছে। কিন্তু ১৪০টি মাদরাসায় আইসিটি শিক্ষক পদে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আবেদন নিচ্ছে না। তিনি দৈনিক আমাদের বার্তাকে তার অভিযোগের প্রমাণক সরবরাহ করেছেন। যেগুলো দৈনিক আমাদের বার্তার হাতে আছে।

জানতে চাইলে এনটিআরসিএর চেয়ারম্যান এনামুল কাদের খান বুধবার রাতে দৈনিক আমাদের বার্তাকে বলেন, এমনটা হওয়ার কথা নয়।

০১ মার্চ ২০২২

আমাদের বার্তা

শিক্ষক নিয়োগ

ভিআর ফরম পরে পাঠিয়ে সুপারিশপত্র পেলেন ১১৬ প্রার্থী

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক পদে নিয়োগের প্রাথমিক সুপারিশ পেলেও নির্ধারিত সময়ে পুলিশ ভেরিফিকেশনের (ভিআর) ফরম না পাঠানোয় চূড়ান্ত নিয়োগ সুপারশ পাননি ৪ হাজার ১৯৮ জন প্রার্থী। পরে ভিআর ফরম পাঠানোর সুযোগ দেয়া হলে তাদের মধ্য থেকে ১৬৬ জন প্রার্থী ফরম এনটিআরসিএতে পাঠিয়েছিলেন। এ ১৬৬ জন প্রার্থীর সুপারিশপত্র প্রকাশ করেছে এনটিআরসিএ। তাদের ওয়েবসাইট থেকে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করে সুপারিশপত্র ডাউনলোড করতে বলা হয়েছে।

গতকাল সোমবার এনটিআরসিএ থেকে বিষয়টি জানিয়ে জারি করা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এতে এনটিআরসিএ বলছে, ৩য় গণবিজ্ঞপ্তির আওতায় গতবছর ১৫ ও ১৬ জুলাই ৩৮ হাজার ২৮৩ জন প্রার্থীকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়। পুলিশ ভেরিফিকেশন কার্যক্রম চলমান অবস্থায় ৩৪ হাজার ৭৩ জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৪ হাজার ১৯৮ জন প্রার্থী ভিআর ফরম না পাঠানোয় তাদেরকে গত ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভিআর ফরম এনটিআরসিএ অফিসে সরাসরি অথবা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে জমা দেয়ার জন্য বলা হয়। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ১১৬ জন প্রার্থীর ভি আর ফরম এনটিআরসিএ কার্যালয়ে পাওয়া যায়।

এনটিআরসিএ আরও বলছে, ১১৬ জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট প্রার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এসএমএস যোগে জানানো হয়েছে। প্রার্থীদের এনটিআরসিএ ওয়েবসইটে প্রবেশ করে স্ব স্ব ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সুপারিশপত্র ডাউনলোড করে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে যোগদান করতে বলা হয়েছে।

দৈনিক
আমাদের বার্তা
আমরা আমাদের মতো
ঢাকা
বর্ষ ০৮
সংখ্যা ২৮২
রেজিঃ নং ডিএ-৬২৬৬

রাশিয়ায় পোশাক রপ্তানি বন্ধ
শিল্পবাণিজ্য ৭

আমি ন্যায় বিচার পাইনি : নিপুণ
বিনোদন ৬

রাশিয়ান আগ্রাসনে ইউক্রেনের দুই ফুটবলারের মৃত্যু
খেলা ৬

বৃহস্পতিবার । ৩ মার্চ ২০২২ । ১৮ ফাল্গুন ১৪২৮ । ২৯ রজব ১৪৪৩ । পৃষ্ঠা ৮। মূল্য: ৫ টাকা www.amaderbarta.net f /amad

মাদরাসায় গ্রন্থাগারিক নিয়োগ কমিটির মাধ্যমে শেষ করার দাবি

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

বিভিন্ন মাদরাসায় প্রক্রিয়াধীন গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিক নিয়োগ আগের নিয়মে অর্থাৎ পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে শেষ করার দাবি জানিয়েছেন নিয়োগপ্রত্যাশীদের একাংশ। এ দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন তারা। গতকাল বুধবার দাবি আদায়ে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে দিনব্যাপী অবস্থান কর্মসূচি পালন করে তারা। 'গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান চাকরি প্রত্যাশী ঐক্য পরিষদ' নামের একটি সংগঠনের ব্যানারে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

বক্তারা বলেন, মাদরাসার এমপিও নীতিমালা ও জনবল কাঠামো-২০১৮ (২৩ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুযায়ী ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে জুলাই থেকে সারাদেশের মাদরাসায় নবসৃষ্ট গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলেও কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের মৌখিক নির্দেশনায় দীর্ঘদিন তা আটকে রাখা হয়। পরে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ জুলাই ওই পদ দুটিকে শিক্ষক মর্যাদা দিয়ে গ্রন্থাগার প্রভাষক এবং সহকারী শিক্ষক গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান নামকরণ করে কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ থেকে একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়। তাতে এই দুটি পদে নিয়োগের দায়িত্ব বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষকে (এনটিআরসিএ) দেয়া হয়। আমরা সরকারের এ সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই। তবে আমরা যারা আগের নিয়ম অনুযায়ী দীর্ঘদিন যাবত নিয়োগের প্রতীক্ষায় ছিলাম, এ আদেশের ফলে আমাদের অধিকার হরণ করা হয়েছে। এ আদেশের জন্য বিভিন্ন মাদরাসায় আবেদন করা হাজার-হাজার চাকরিপ্রত্যাশী ক্ষতি ও বৈষম্যের শিকার হয়েছে বলে দাবি করেন বক্তারা।

অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেয়া চাকরিপ্রত্যাশীরা বলেন, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে জারি হওয়া মাদরাসার এমপিও নীতিমালা ও ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ নভেম্বর জারি হওয়া মাদরাসার সংশোধিত জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই থেকে আমরা বিভিন্ন দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদরাসায় গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে বিভিন্ন পত্রিকার প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ব্যাংক ড্রাফট-পোস্টাল অর্ডারসহ আবেদন করেছি। কিন্তু অত্যন্ত

২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ফজর	৫:০৪
জোহর	১২:১৩
আসর	৪:২৪
মাগরিব	৬:০৫
এশা	৭:১৮
সূর্যোদয়: ৬:১৬	

সময়ের আলো

০২ মার্চ ২০২২

আরও ১১৬ শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করল এনটিআরসিএ

● নিজস্ব প্রতিবেদক

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আরও ১১৬ জন শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভিআর ফরম জমা দেওয়া প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এর আগে গত ৩১ জানুয়ারি তৃতীয় গণনিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় নিয়োগ পেয়েছেন ৩৪ হাজার ৭৩ জন। পুলিশ ভেরিফিকেশন চলমান অবস্থায় তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সরকারি রিপোর্টে তাদের বিরুদ্ধে গুরুতর কোনো অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদের নিয়োগ বাতিল হবে। এনটিআরসিএর মাধ্যমে সুপারিশ পাওয়া পদের মধ্যে এমপিও পদ রয়েছে ৩০ হাজার ৯০৪টি আর নন এমপিও পদ রয়েছে ৩ হাজার ১৬৯টি।

২২ জানুয়ারি ২০২২

দৈনিক ইনকিলাব

অবশেষে নিয়োগ সুপারিশ পেলেন ৩৪ হাজার শিক্ষক

স্টাফ রিপোর্টার : পুলিশ ভেরিফিকেশন (পুলিশি যাচাই) চলা অবস্থায় ৩৮ হাজার ২৮৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩৪ হাজার ৭৩ জনকে নিয়োগের জন্য চূড়ান্ত সুপারিশ করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। গতকাল শুক্রবার প্রতিষ্ঠানটির সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) এবিএম শওকত ইকবাল শাহীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। টেলিটকের ওয়েবসাইট থেকে প্রার্থীরা সুপারিশপত্র ডাউনলোড করতে পারছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, তৃতীয় গণবিজ্ঞপ্তির আওতায় ৩৮ হাজার ২৮৩ জন প্রার্থীকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী পুলিশ ভেরিফিকেশন চলমান অবস্থায় ৩৪ হাজার ৭৩ জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য প্রাথমিক সুপারিশ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট প্রার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এসএমএসযোগে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রার্থী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সুপারিশপত্র ডাউনলোড করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সুপারিশপত্রে উল্লেখিত তারিখের মধ্যে যোগদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

এতে আরও বলা হয়, অবশিষ্ট প্রার্থীদের মধ্যে ৪ হাজার ১৯৮ জনকে ভি আর ফরম প্রেরণ না করায়, ৯ জনকে প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ হওয়ায় এবং ৩ জনকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ১০ নং শর্ত ভঙ্গ করে মহিলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শরীর চর্চা শিক্ষক পদে আবেদন করায় মোট ৪ হাজার ২১০ জন প্রার্থীকে সুপারিশ করা হয়নি। যেসব প্রার্থীকে সুপারিশ করা হয়নি তাদের তালিকা এনটিআরসিএর ওয়েবসাইটে ৩য় গণ বিজ্ঞপ্তি নামক সেবা বক্সে দেখা যাবে। যেসব প্রার্থী ভি রোল ফরম প্রেরণ করেননি তাদের আগামী ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এনটিআরসিএ অফিসে সরাসরি অথবা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে জমা দেওয়ার অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় তাদের প্রাথমিক নির্বাচন বাতিল করা হবে।

কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- এনটিআরসিএ'র স্থায়ী অফিস স্থাপন;
- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৫) অনুযায়ী অন্তত ০১টি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার আয়োজন নিশ্চিত করা;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সৃষ্ট শূন্যপদে দ্রুত যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক সুপারিশকরণ;
- এ কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের পদ সংরক্ষণ, স্থায়ী করণ, শূন্যপদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা করণ;
- এনটিআরসিএ'র কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা, সেমিনার এবং গণশুনানির আয়োজন;
- প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার সিলেবাস হালনাগাদকরণ;
- এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে এবং বিদেশে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- এনটিআরসিএ'র সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন, যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তকরণ;
- সেবা প্রত্যাশীদের স্বল্প সময়ে, স্বল্প খরচে এবং ব্যক্তিগত উপস্থিতি ছাড়া সেবা প্রদান নিশ্চিত করা;
- জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী সরকারি কর্ম কমিশনের অনুরূপ একটি বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন গঠনের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সাফল্যের সাথে সম্পাদন ও বাস্তবায়ন।

চ্যালেঞ্জ :

❖ এনটিআরসিএ'র নিজস্ব কার্যালয় স্থাপনের জন্য জমি ক্রয় ও ভবন নির্মাণ।

❖ এনটিআরসিএ'র সিস্টেম এনালিস্টের শূন্য পদ পূরণসহ অনলাইন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য নিজস্ব আইটি সেল গঠন।

❖ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পর্যায়ে নিয়োগের সুপারিশে প্রার্থীর বয়স, সনদের মেয়াদ এবং মহিলা কোটা বিষয়ে একাধিক মামলা এবং পরস্পর সাংঘর্ষিক আদেশ ও নিষেধাজ্ঞার কারণে শূন্য পদ পূরণে দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি হয়।

❖ সাংগঠনিক কাঠামোতে পদের স্বল্পতা, যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদিতে অপ্রতুলতা।

উপসংহার :

২০০৫ সালে এনটিআরসিএ প্রতিষ্ঠার পর প্রাথমিক পর্যায়ে সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতা ও অভিজ্ঞতার অপ্রতুলতার কারণে এ প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন পরীক্ষাসমূহের বেশীরভাগ কাজ আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হতো। ইতোমধ্যে এ প্রতিষ্ঠানের কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতা উন্নত হওয়ায় নিজস্ব জনবল এবং টেলিটক বাংলাদেশ লি: এর সফওয়্যারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অটোমেশন পদ্ধতিতে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও নিয়োগ সুপারিশের কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। আদালতের মামলাসহ নানারূপ প্রতিকূলতার মধ্যে ৮০,৭৫৮ জন নিবন্ধন সনদধারীকে নিয়োগ সুপারিশ করা হয়েছে। এ বিপুল সংখ্যক প্রার্থীকে মেধার ভিত্তিতে একসাথে নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের মাধ্যমে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এ কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মেধারভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশের মাধ্যমে এসডিজির ৪নং Goal অর্জনে এনটিআরসিএ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাঃসঃমুঃ ২০২১-২২/৭৮৪০(কমঃসি-৪)—৩৫০ বই, ২০২২।